দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:46 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি ১৪ অক্টোবর ২০২২ ২৭ আশ্বিন ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

মহিলাদের নিয়ে কমিটি গঠন

মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সিদ্ধা-১ অঞ্চল আইমা ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী সেখ মাসুম আক্তার (সিল্টু), সেখ মতি পাখিরা ও সেখ ইঞ্জামুলের উদ্যোগে এবং সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদক সুলতান আলির প্রচেষ্টায় ওই ইউনিটের মহিলাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল সম্প্রতি। আইমার কোলাঘাট ব্লকের সম্পাদক, সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন কমিটি গঠনের এই সভায়। বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

‘ধড় থেকে ওদের মাথা আলাদা করে দিন’

ভিএইচপি নেতার ঘৃণা-ভাষণে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি জগৎগুরু যোগেশ্বর আচার্য। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রথম সারির নেতা। আর সন্ত্রাসবাদী এই সংগঠনটি যেখানে, বিতর্ক-অশান্তিও সেখানে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের ওই জঙ্গি নেতা এবার সরাসরি মুসলিমদের হাত আর মাথা কেটে নেওয়ার নিদান দিলেন। প্রকাশ্যে এই ঘৃণা-ভাষণ দেওয়া নিয়ে এখনও অবধি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থায় নেয়নি প্রশাসন। রাজধানী দিল্লির এক জনসভায় যোগেশ্বর আচার্য এমন মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য রাখার পরেও তাঁকে গ্রেফতার না করায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের অন্দর থেকেই।

সম্প্রতি দিল্লির একটি জনসভা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতা যোগেশ্বর আচার্য। তিনি বলেন, ‘‘যারা আপনাদের উপর হামলা চালাতে পারে তাদের হাত কেটে নিন, প্রয়োজনে ওদের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিন। বেছে বেছে মারুন। বড়জোর জেল হবে। কিন্তু ওদের শিক্ষা দেওয়ার সময় হয়েছে। বেছে বেছে হত্যা করতে হবে ওদের।’’ তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর এক নেতা বলেন, ‘‘সঙ্গে বন্দুক রাখুন। লাইসেন্স থাকুক আর না থাকুক সঙ্গে বন্দুক রাখুন।’’

এই ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘৃণা-ভাষণের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতারা। তাহলে তাদের এই প্ররোচনামূলক বক্তব্য কাদের বিরুদ্ধে? সে প্রশ্নের জবাব অবশ্য দিতে পারেননি ভিএইচপি নেতারা। এ দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বহিন্দু পরিষদের তীব্র বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। একটা সময় সন্ত্রাসবাদী এই সংগঠনটির সম্পাদক প্রবীণ তোগারিয়া মুসলিম বিদ্বেষের জায়গা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘৃণাভাষণ আর মুসলিমদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ছিল তাঁর কাছে নেহাতই জলভাত। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক মামলা হলেও তাঁকে জেলে আটকে রাখা যায়নি। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার পরেও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। আজ তাঁরই উত্তরসূরিরা বিজেপি নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলিম বিদ্বেষকে চূড়ান্ত রূপ দিতে চেষ্টা করছেন বলেই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। তাঁদের মতে যোগেশ্বর আচার্যের গরমাগরম বক্তব্যই এই বিদ্বেষের প্রতিফলন।

এদিকে ভিএইচপি নেতাদের এই উগ্র ভাষণে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকেই হিন্দুত্ববাদী এই নেতাদের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিতর্কের আগুনে জল ঢালতে নিজেদের মতো সাফাই দিয়েছেন সন্ত্রাসবাদী এই সংগঠনটির মুখপাত্র। ভিএইচপি নেতারা নাকি কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এইসব ঘৃণাভাষণ দেননি। ‘জেহাদি জঙ্গিরা’ই নাকি তাঁদের নিশানায় ছিল। আর এসবই নাকি মানুষের রাগের বহিঃপ্রকাশ।

এর পর দুয়ের পাতায়

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’য় পা মেলালেন নিহত সাংবাদিক-সমাজকর্মী গৌরী লঙ্কেশের মা ও বোন।

এক ঝলকে

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ভেড়া!

হাজার বা লাখ টাকা নয়, একেবারে কোটিতে বিক্রি হল একটি ভেড়া। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে সম্প্রতি এমন ঘটনা চমকে দিয়েছে প্রত্যেককে। ভেড়াটির দাম বাড়তে বাড়তে ২ কোটিতে পৌঁছয়। সেটিকে কেনে ‘এলিট অস্ট্রেলিয়ান হোয়াইট সিন্ডিকেট’ অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার মাংস এবং পশমের চাহিদা বিপুল তবে তাই বলে একটা ভেড়ার দাম দু’কোটি হবে, কেউ তা ভাবতেও পারেননি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ভেড়া এই মুহূর্তে এটিই। অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার দাম, বিশেষ করে মাংসের দাম ভালমতোই বেড়েছে। চাহিদাও প্রচুর হওয়ায় ভেড়ার দারুণ দাম উঠেছে। ২ কোটি টাকা দামের এই ভেড়া একটি বিশেষ প্রজাতির। এদের গা বেশি লোমশ হয় না। শুধুমাত্র মাংসের জন্যই এই ভেড়ার চাহিদা বেশি।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

ধনী হতে দুই মহিলাকে বলি

বিত্তশালী হতে মানুষ কী না করতে পারে! কিন্তু তাই বলে জল জ্যান্ত দুটো মানুষকে খুন করে তাদের মাংস কি খেয়ে নেওয়া যায়? এরকমই একটি নৃশংস মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে কেরালার তিরুবনন্তপুরমে। মূল অভিযুক্ত দুই দম্পতি-সহ সমস্ত ঘটনার নেপথ্যে যে ছিল তাকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে মূল মাথা শফি নামের এক ব্যক্তি যাকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে কেরলের পুলিশ। নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খাওয়ার অভিযোগে দম্পতি ভগবান সিংহ এবং লায়লাকেও জেল হেফাজতে রেখেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, চলতি বছর জুন মাসে এরনাকুলাম থেকে অপহরণ করে রোজালিন নামক এক মহিলাকে শফি নিয়ে আসেন সিংহ বাড়িতে। অপহরণ করার পর তাকে সেখানেই দীর্ঘদিনের জন্য আটকে রাখা হয়।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

এক দিন হত ১৯ ঘণ্টায়!

কয়েক বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এক দিন হত ১৯ ঘণ্টায়। কিন্তু এখন একদিন হচ্ছে ২৪ ঘণ্টায়। কীভাবে এক দিনের দৈর্ঘ্য এতটা সময় বাড়ল। তার কারণ অনুসন্ধানে নেমেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কী এর কারণ? তা ব্যাখ্যা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি ধীর হয়ে যাওয়ার ফলেই তা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চাঁদের প্রভাবে পৃথিবীতে জোয়ারের ফলে যে ভূ-চৌম্বকীয় ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়, তার ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হচ্ছে ক্রমশ। এর ফলে প্রতি শতাব্দীর প্রতিটি দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৩ মিলিসেকেন্ড বেড়ে যাচ্ছে। কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলছে। ফলে পৃথিবী দিবস এখন বেড়ে গিয়েছে। কয়েক বিলিয়ন বছর আগে এক পৃথিবী দিবস ছিল ১৯ ঘণ্টার। তা এখন বেড়ে হয়েছে ২৪ ঘণ্টা।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

উমরাহ শেষ করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় আইমা সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় ৮২ জনের একটি কাফেলা নিয়ে কিছুদিন আগেই উমরাহ পালন করতে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। উমরাহ পালন করে গতকাল তিনি ফিরেও এসেছেন। কিন্তু মাঝের কয়েকটা দিন, অর্থাৎ সৌদিতে অবস্থানের দিনগুলোতে আইমা এবং ভাইজানপ্রেমী অসংখ্য মানুষ অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ, পবিত্র মক্কা নগরী থেকে তায়েফের উদ্দেশে জিয়ারতের জন্য যাত্রা করেছিল তাঁদের প্রাণপ্রিয় ভাইজানের বাসটি। কিন্তু জিয়ারত সেরে ফেরার পথে হঠাৎই সেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় আহত হন যুব সমাজের আইকন তথা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম উম্মাহর অন্যতম পথ প্রদর্শক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁকে তায়েফের একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভাইজানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবারের কয়েকজন-সহ আরও অনেকে আহত হন। তবে চোট বেশি লেগেছিল আইমা সুপ্রিমোর। যদিও তাঁর আঘাত গুরুতর নয় বলে তায়েফের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দিক থেকে নিশ্চিত করা হয়। তবে ভক্ত ও সমর্থকদের উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে প্রথমদিকে বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় ভাইজানের পক্ষ থেকে। এমনকী এক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পিরসাহেব আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সকলের কাছে আবেদন জানান, বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন না হতে বা গুজব না ছড়াতে।

এর পর দুয়ের পাতায়

এখনও অসুস্থ, ৩ সপ্তাহ বিশ্রামে

উমরাহ শেষ করে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন আইমা সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন। কিছুদিন ভর্তিও ছিলেন তায়েফের একটি হাসপাতালে। বাংলার যুব সমাজের অন্যতম আইকনের এই দুর্ঘটনায় খবরে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল আইমাপ্রেমী মানুষের মনে। তবে সব উদ্বেগ দূর করে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরলেন রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি এয়ারপোর্টে নেমে সটান সিএমআরআই হাসপাতালে যান শারীরিক পরীক্ষার জন্য। তাঁকে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তিন সপ্তাহের বিশ্রামে থাকতে বলেছেন। তাঁর ঘাড়ে ও কোমরে এখনও আঘাত রয়েছে। তিন সপ্তাহ বিশ্রাম নিলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাই আগামী তিন সপ্তাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানে তার যোগদান আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। তবে ১৫ দিন পর ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন ভাইজান।

সব জানে মানিক ভট্টাচার্য দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি গ্রেফতার হওয়ার পর উঠে আসছে বিস্ফোরক তথ্য। মানিক ভট্টাচার্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন প্রায় ৫৮ হাজার প্রাইমারি শিক্ষকের বেআইনি ভাবে নিয়োগ হয়েছিল, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করে ইডি। মানিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আদালতের কাছেও জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইডির দাবি, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে টাকার বিনিময়ে যে চাকরি হয়েছে, তার মূল অভিযুক্ত হলেন মানিক ভট্টাচার্য।

২০১১ সাল থেকে প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বেআইনি নিয়োগ করা হয়েছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

ভারত জোড়ো যাত্রায় বেরিয়ে ‘পুশ-আপ’ দিচ্ছেন রাহুল গান্ধী

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশজুড়ে বেশ সাড়া ফেলেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা কর্মসূচি। আগামী ৫ মাস ধরে চলবে এই অভিযান। প্রতিদিন প্রায় ২০ কিলোমিটার করে পথ হেঁটে জনসংযোগ করেছেন রাহুল গান্ধী। সঙ্গে রয়েছেন একাধিক কংগ্রেস নেতাও। মঙ্গলবার সেই মিছিলেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন রাহুল গান্ধী। কর্নাটকে যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে মিছিল চলাকালীনই তিনি শুরু করলেন শারীরিক কসরত। তাঁর কাণ্ড দেখে চোখ কপালে উঠে যায় সকলের।

একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণের দুই রাজনীতিক ডি কে শিবাকুমার এবং কেসি বেণুগোপালকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে পুশ আপ

শুরু করেছেন রাহুল। অপর দুই নেতাও সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন। যদিও সোনিয়া-পুত্রের ফিটনেসের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেননি তারা। তবে এই ভিডিওতে মন কেড়েছে আরেকটি বিষয়। তা হল ছোট্ট একটি ছেলেও যোগ দেয় এই চ্যালেঞ্জে। রাহুল গান্ধীর মতো না পারলেও ডিকে শিবাকুমার ও ওই অজানা ছেলেটি হাফ পুশ-আপ করে চলেন।

তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও এমন পুশ আপ চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন রাহুল গান্ধী। ২০২১ এ তামিলনাড়ুর একটি কলেজের অনুষ্ঠানে এক পড়ুয়ার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে পুশ আপ করেছিলেন তিনি। গত বছরে ইন্টারনেটে রাহুলের বডি প্যাক অ্যাবস এর একটি ছবি ভাইরাল হয়। এরপর থেকেই তাঁর ফিটনেস নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে যায়। কিছুদিন আগে দেখা গিয়েছিল মা সোনিয়া গান্ধীর জুতোর ফিঁতে বেঁধে দিচ্ছেন ছেলে রাহুল।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ কি রাজনীতির বলি

তৃণমূল-বিজেপির তরজায় জল্পনার ঘনঘটা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে মনোনীত না হওয়ার পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে। তাঁর অপসারণের পথ ধরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, সৌরভ বিজেপিতে যোগ দেননি বলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল এভাবে। পুরোটাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। বিজেপি সেই অভিযোগ যথারীতি উড়িয়ে দিলেও বিতর্কে থেমে থাকছে না।

সৌরভের বিসিসিআই সভাপতি পদ থেকে অপসারণের খবর সামনে আসার পরই পুরনো বিতর্ক ফের সামনে চলে এসেছে। একুশের নির্বাচনের আগে থেকেই বারবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সামনে এসেছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। তিনি বঙ্গ বিজেপির মুখ হতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে সৌরভের নাম ভাবছে বিজেপি, এমন নানা জল্পনা চলেছে প্রাক নির্বাচনী পর্বে।

এমনকী নির্বাচনের সময় অমিত শাহ সৌরভের বাড়িতে গিয়ে সপারিষদ নৈশভোজ সেরেছিলেন। তা নিয়েও কম রটনা হয়নি। তখন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। আর অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তখনও সৌরভের রাজনীতিতে পদার্পণ নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। এখন সৌরভ বিসিসিআই সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত না হতেই

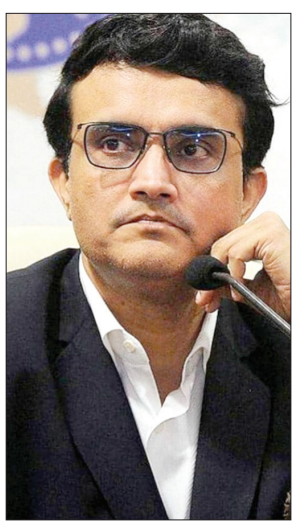

উঠে পড়ল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগ দেননি বলেই তাঁকে বিসিসিআই সভাপতি পদে দ্বিতীয়বার মনোনীত করা হল না। তিনি যদি বিজেপিতে যোগ দিতেন। ফের তিনিই হতেন বিসিসিআই সভাপতি। বিজেপি অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছে এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। এসব তৃণমূলের রটনা।

সৌরভ থাকছেন না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে, কিন্তু থাকছেন অমিত শাহের ছেলে জয় শাহ। তাই তৃণমূল এই ইস্যুকে হাতে তুলে নিতে দেরি করেনি। বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে যতই রটনা হোক, তিনি বরাবরই নিশ্চল রয়েছেন। রাজনীতির অঙ্গনে তাঁর ছায়া পড়েনি। তিনি সর্বদা ব্যালান্স করে চলেছেন। কেন্দ্রের বিজেপি আর রাজ্যের তৃণমূল কোনওদিকেই তিনি ঝোঁকেননি। রাজনীতি থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে চলেছেন। মাঝে এমন রটনাও হয়েছিল তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হতে পারে। কোন দল থেকে তিনি রাজ্যসভায় যাবেন, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত জল্পনা কেটে তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত থেকেছেন। তিনি ক্রিকেটেই মনোনিবেশ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির ভাবনায় সময় দিয়েছেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

রুশ মিসাইল হানায় মৃত্যু-মিছিল

বিশেষ প্রযুক্তিতে ইউক্রেনকে সাহায্যের আশ্বাস বাইডেনের

ওয়াশিংটন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তিনি ইউক্রেনকে অ্যাডভান্সড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে সাহায্য করবেন, হোয়াইট হাউসের তরফে বিবৃতি দিয়ে এমনটাই জানানো হয়েছে। সোমবারই ইউক্রেনের রাজধানীয় কিয়েভ ও অন্যান্য শহরে মিসাইল বর্ষণ করেছে রাশিয়া, তার পরিপ্রেক্ষিতে আরও একবার জেলেনস্কির সরকারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন বাইডেন। হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেছেন বাইডেন এবং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

রাশিয়ার সঙ্গে মস্কো অধীকৃত ক্রিমিয়া সংযোগকারী ব্রিজের ট্রাক বোমা বিস্ফোরণের পর আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি আক্রমণ ধার আরও বাড়ানোর হুমকিও দিয়েছেন। রুশ মিসাইল বর্ষণে ১১ জন ইউক্রেনীয় নাগরিক মৃত্যু হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। বাইডেনের সঙ্গে কথা বলার পর টুইটে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তাদের প্রথম অগ্রাধিকার। কিয়েভ জানিয়েছেন, রুশ সেনাবাহিনী ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে ৮০টিরও বেশি মিসাইল নিক্ষেপ করেছে, এমনকী প্রতিবেশী বেলারুশ থেকে রাশিয়া ইরানি ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে।

রাশিয়ান মিসাইল হানায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তাদের পরিবারকে সমবেদনাও জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, এমনটাই জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। হোয়াইট হাউসের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাশিয়ার এই অকারণ হিংসার নিন্দা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে আলোচনাও করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম রাজধানী কিয়েভে এত বড় মাপের আক্রমণের ঘটনা ঘটল। তাঁর দাবি, রাশিয়া তাদের পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চায়। আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার।

‘পুতিন একজন সন্ত্রাসবাদী’

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর তোপ ইউক্রেনের

কিয়েভ: ক্রিমিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী সেতু বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা মেরামত করা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে শুরু হয়েছে যান চলাচলও। ঘটনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠলেও আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে রাশিয়া। গতকাল জাপোরিঝিয়া এবং সোমবার ইউক্রেনের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। গতকাল মারা গিয়েছিল প্রায় ১৭ জন। আর এদিন রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ গিয়েছে গোটা ইউক্রেনজুড়ে ১০ জনের। আরে কিয়েভেই মারা গিয়েছেন ৫ জন। জখম হয়েছেন ৬০ জনের কাছাকাছি। রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের রাজধানীতে এই প্রথম এত বড় হামলা হয়েছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর প্রধান জানিয়েছেন, অন্ততপক্ষে ৭৫টি ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ-সহ একাধিক শহরে বুক চিড়ে গিয়েছে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া জেনে বুঝে সকালের দিকে এই হামলা চালিয়েছে। যাতে ইউক্রেন ও নাগরিকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় সেটাই উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, ইউক্রেনের শক্তিকেন্দ্রকে টার্গেট করেছে রাশিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় নাগরিকদের উদ্দেশে বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘এই সকাল খুব কঠিন। আমরা জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলা করছি। ডজনখানেক মিসাইল ও ইরানি শাহেদ।’ তিনি আরও বলেন, ‘রাশিয়ার দুটো টার্গেট। দেশের বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্র। এবং দ্বিতীয় টার্গেট হল সাধারণ নাগরিকরা।’ এদিকে এদিন সন্ধেবেলা জেলেনস্কি নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বিধ্বস্ত ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরের ছবি পোস্ট করেন। সেই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘বিশ্ব আবারও একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের আসল চেহারা দেখল। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শান্তিপূর্ণ শহরে আমাদের নাগরিককে হত্যা করছে। এই দেশ শান্তির কথা বলে তার সত্যিকারের রক্তাক্ত চেহারা ও লক্ষ্যকে ঢেকে রাখে।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ভেড়া! ২ কোটি টাকা

সিডনি: হাজার বা লাখ টাকা নয়, একেবারে কোটিতে বিক্রি হল একটি ভেড়া। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে সম্প্রতি এমন ঘটনা চমকে দিয়েছে প্রত্যেককে। ভেড়াটির দাম বাড়তে বাড়তে ২ কোটিতে পৌঁছয়। সেটিকে কেনে ‘এলিট অস্ট্রেলিয়ান হোয়াইট সিন্ডিকেট’ অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার মাংস এবং পশমের চাহিদা বিপুল তবে তাই বলে একটা ভেড়ার দাম দু’কোটি হবে, কেউ তা ভাবতেও পারেননি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ভেড়া এই মুহূর্তে এটিই।

অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার দাম, বিশেষ করে মাংসের দাম ভালমতোই বেড়েছে। চাহিদাও প্রচুর হওয়ায় ভেড়ার দারুণ দাম উঠেছে। ২ কোটি টাকা দামের এই ভেড়া একটি বিশেষ প্রজাতির। এদের গা বেশি লোমশ হয় না। শুধুমাত্র মাংসের জন্যই এই ভেড়ার চাহিদা বেশি। তাড়াতাড়ি বড় হয় এটি, ফলে চাহিদাও প্রচুর

তবে এটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে দামি ভেড়া হিসেবে সর্বকালীন রেকর্ড নয়। গত বছর সাড়ে তিন কোটি টাকায় স্কটল্যান্ডে বিক্রি হয়েছিল একটি ভেড়া।

বিষক্রিয়ায় অসুস্থ ৫৭ পড়ুয়া!

মেক্সিকো: মেক্সিকোর চিয়াপাস স্কুলে তৃতীবারের জন্য বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছে। ছাত্ররা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ঘটনায় এবং অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মেক্সিকান সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট শুক্রবার বলেছে যে বোচিলের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ৫৭জন ছাত্র বিষক্রিয়ার লক্ষণ নিয়ে একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় এক ছাত্রকে রাজ্যের রাজধানীর একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। বাকিরা স্থিতিশীল ছিল তখনও। কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে স্থানীয় সংবাদ বলেছে যে কোনও কোনও অভিভাবক বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার্থীরা দূষিত জল বা খাবারের সংস্পর্শে এসেছে।

বোচিলের নেতারা একটি বিবৃতিতে বলেছেন, তাঁরা একটি রাষ্ট্রীয় আইনজীবীর তদন্তের সহযোগিতা করছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওগুলি একটি বিশৃঙ্খল দৃশ্য দেখায় যেখানে স্কুল ইউনিফর্মে রয়েছে কিশোর-কিশোরীরা। তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রাপ্তবয়স্করা, উদ্বিগ্ন চিৎকার করে হাসপাতালের দিকে ছুটে যাচ্ছেন তাঁরা।

শনিবার একটি ফেসবুক ভিডিওতে, কয়েকজন অভিভাবক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাস্কেটবল কোর্টে জড়ো হয়েছিল। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উত্তর চেয়েছিল। তখন এক ডজনেরও বেশি পুলিশ, কিছু ঢাল নিয়ে তাকিয়ে ছিল। ভিডিওতে এক ব্যক্তি বলেছেন যে তাঁর মেয়েকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য ছাত্রদের একটি প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে কোকেনের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল, ইতিবাচক উত্তর আসে তাতে।

বন্যায় ফুঁসছে নদী, নৌকা ডুবে নাইজেরিয়ায় মৃত ৭৬

লাগোস: বন্যায় ছাপিয়ে গিয়েছে নদী। সেই নদীতেই নৌকায় চড়েছিলেনে প্রায় ৮৫ জন। নৌকাযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশেরই মৃত্যু হয়েছে। নাইজেরিয়ার আনামব্রা রাজ্যে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বুহারি রবিবার এই দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছেন। শুক্রবার নিগার নদীতে ওই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুহারি বলেছেন, ওগবারু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি হওয়ায় নৌকা করে প্রায় ৮৫ জন যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নৌকাডুবির ঘটনায় ৭৬ জন মারা গিয়েছেন বলে জানিয়েছে জরুরিকালীন সার্ভিসের দল। মৃতদের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, এই দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যের। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। তাঁরা সুস্থ থাকুক এই কামনা করি।

নাইজেরিয়ার ন্যাশনাল এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির কোঅর্ডিনেটর থিকম্যান থানিমু বলেছেন, বন্যার জেরে নদীর জলস্তর অনেক বেড়ে গিয়েছে। উদ্ধারকাজ চালাতে সমস্যা বেড়েছে। এইরকম ভয়াবহ বন্যা গত কয়েক বছরে নাইজেরিয়ায় হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক দশক আগে হওয়া বন্যার থেকেও জলস্তর বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ওই অফিসার। বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারের জন্য নাইজেরিয়ান এয়ার ফোর্সের বিমান ব্যবহার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নাইজেরিয়ার আনাব্রা প্রদেশের গভর্নর চার্লস সোলুদো সেখানকার বাসিন্দাদের অন্যত্র সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। বন্যাদুর্গতদের সরকারের তরফে ত্রাণ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। নৌকাডুবির ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে নাইজেরিয়ায়। অতিরিক্ত যাত্রীবহন, দ্রুতগতিতে যাওয়া, নৌকার রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া এই সব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। কিন্তু বন্যার জেরে এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছে আগের সব ঘটনাকে। এমার্জেন্সি সার্ভিসের দেওয়া তথ্য অনুসারে, সাম্প্রতিক বন্যায় ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছেন।

বিবিধ

কাশ্মীরের অনন্তনাগে গুলিবৃষ্টিতে জখম

বীর বিক্রমে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই সেনাবাহিনীর কুকুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীনগর বীরত্বের নজির তৈরি করল সেনাবাহিনীর কুকুর। সোমবার জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় জঙ্গি দমনে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয় ভারতীয় সেনার অ্যাসল্ট ডগ জুম। গুরুতর আহত হয়েও জঙ্গিদের খুঁজে বার করার কাজে সক্রিয় ছিল সে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের টঙ্গপাওয়া এলাকায় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। তাঁদের কাছে খবর ছিল ওই অঞ্চলে জঙ্গিরা লুকিয়ে আছে। রবিবার গভীর রাত থেকে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। যে বাড়িতে জঙ্গিরা লুকিয়ে ছিল, সেখানে সোমবার সকালে পাঠানো হয় অ্যাসল্ট ডগ জুম-কে। সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, ‘‘জুম উচ্চ প্রশিক্ষিত, ভয়ঙ্কর এবং কাজের প্রতি নিবেদিত সারমেয়। লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খুঁজে পেতে প্রশিক্ষিত ছিল জুম।’’ এর আগেও দক্ষিণ কাশ্মীরে বহু সেনা অভিযানে অংশ নিয়েছে জুম। তাই সোমবার সকালে জঙ্গি তল্লাশিতে জুমকে পাঠাতে বেশি বার ভাবতে হয়নি সেনাকর্তাদের। সেনা আধিকারিকরা জানিয়েছেন জুম খুঁজে পেয়েছিল জঙ্গিদের অস্তিত্ব। সে তাদের দিকে আক্রমণ করে তেড়েও যায়। সে সময়েই জঙ্গিদের ছোড়া দু’টি গুলিতে গুরুতর আহত হয় সে। কিন্তু গুরুতর আহত হয়েও নিজের লক্ষ্যে ও কর্মে অবিচল ছিল জুম। তার সক্রিয়তার জন্যই লস্কর-এ-তৈবার দুই জঙ্গিকে নিহত করা সম্ভব হয় বলে জানানো হয়েছে। সেনা সূত্রে অভিযানের পর ঘটনাস্থল থেকে জুমকে পাঠানো হয়েছে সেনাবাহিনীর পশু চিকিৎসার হাসপাতালে। সেখানেই আপাতত তার চিকিৎসা চলছে।

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ কি রাজনীতির বলি

প্রথম পাতার পর

তিনি যে একজন আন্তর্জাতিক ফিগার, রাজনীতির কচকচানিতে তাঁর না থাকাই ভালো, সেটা তিনি পরতে পরতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বলেই, তাঁকে এভাবে সরে যেতে হল বিসিসিআইয়ের পদ থেকে।

এরই মধ্যে আবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে পুরস্কৃত করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এ কথা জানান। তারপর ফের একবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হবে। তৃণমূলের এই সৌরভের পাশে দাঁড়ানো, ডোনাকে পুরস্কৃত করার ঘোষণার সেই জল্পনায় পারদ আরও চড়াবে বলাই যায়। তবে এটা নিশ্চিত সৌরভ ক্রিকেট-সত্ত্বা আঁকড়েই থাকবেন। সৌরভের মতো ব্যক্তিত্বের রাজনীতিকরণ না হওয়াই কাম্য। রাজনৈতিক মহলেরও অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন, সৌরভের সঙ্গে ক্রিকেটার জীবনে রাজনীতি হয়েছে, বিসিসিআই পদেও রাজনীতি হল। এখন সৌরভের উচিত আরও উচ্চপদে দৃষ্টি দেওয়া। রাজনীতির সংকীর্ণ পরিসরে প্রবেশ না করে, আরও উন্মুক্ত করে দেওয়ার দরকার নিজেকে। তিনি নিশ্চিয়ই তেমন কিছু ভাবছেন, যাতে তিনি মাথা উঁচু করে বাংলার গর্বের মর্যাদায় আসীন থাকতে পারেন।

সব জানে মানিক ভট্টাচার্য

প্রথম পাতার পর

ইডি মানিকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করেছে বিভিন্ন ডিজিটাল ডকুমেন্টস ও এই সম্পর্কিত যাবতীয় নথি। হাওলা টাকার ক্ষেত্রেও মানিক ভট্টাচার্য যুক্ত ছিলেন। ওই সব ডিজিটাল ডকুমেন্টসেই স্পষ্ট সব কিছু। তাতে অযোগ্য প্রার্থীদের টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়াতে মানিকের ভূমিকা সবার উপরে বলেই দাবি ইডির। বেআইনিভাবে প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগে যে টাকা পেতেন মানিক, সেই টাকা দিয়ে প্রচুর সম্পত্তি কিনেছিলেন মানিক ভট্টাচার্য। ইডি জানিয়েছে, তিনিই এই সীমাহীন দুর্নীতির মূল হোতা। পুরো নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গেই মানিকের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে বলে দাবি ইডির। বেআইনি ভাবে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে টাকা এসেছিল মানিক ও তাঁর আত্মীয়দের কাছে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে রাখা হ’ত। সেই মানি লন্ডারিং খুঁজে বের করাই এখন মূল লক্ষ্য ইডির। মানিক ভট্টাচার্যই মূল ষড়যন্ত্রকারী। এই দুর্নীতিতে তার প্রধান ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি করছে ইডি। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিপুল পরিমাণ টাকার লেনদেন হয়। মানিকের বিরুদ্ধে একের পর এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করা হয়েছে। মানিক ভট্টাচার্যকে ইডি হেফাজতে দফায় দফায় জেরা চলছে। ইডি জানতে চাইছে এই বেআইনি ভাবে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা কোথায় কোথায় রয়েছে। মানিকের সঙ্গে অন্যান্য অপরিচিতদের যে যৌথ অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সেই অ্যাকাউন্টগুলিতে কালো টাকা সাদা করানোর জন্য কী একাধিক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে চলছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

‘পুশ-আপ’ দিচ্ছেন রাহুল গান্ধী

প্রথম পাতার পর

কর্নাটকের মান্ডয় কংগ্রেসের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কর্মসূচির মাঝে এমন ফ্রেমেই বাঁধা পড়েন সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টুইটও করা হয়েছে সেই ছবি।

দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য রাহুল গান্ধী এবং অন্য কংগ্রেসের নেতারা প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার পদযাত্রা করবেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ওই যাত্রা হবে।

এই যাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাহুল গান্ধী নিজেই। ৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’। দেশব্যাপী এই কর্মসূচি গত ৩০ সেপ্টেম্বর কর্নাটকে প্রবেশ করেছে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে কর্নাটকে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস।

‘ধড় থেকে ওদের মাথা আলাদা করে দিন’

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ মানুষ কি বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতাদের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ভাবেন, যে তাঁরা জঙ্গি দমনের দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁদের হাতে? তাহলে দেশের আইন, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা আছে কী করতে? সমাজের বিশিষ্টদের মতে, এরা মনে করে মানুষ ঘাস খেয়ে চলে, গোবরজলে স্নান করে। তাই মানুষের বোধবুদ্ধি কম। ফলে নিজেরাই নীতি পুলিশের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এই নীতি পুলিশগিরি যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ধ্বংস করছে তা কি প্রশাসনের নজরে পড়ছে না? নাকি তাদেরও মৌন সম্মতি আছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণাভাষণের প্রতি? উঠছে এমন সব প্রশ্ন।

দুর্ঘটনায় আইমা সম্পাদক

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু পরবর্তীতে একাধিক সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের মতো তা ছড়িয়ে পড়ে। আইমার সমস্ত ইউনিটের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটি থেকেও আইমা সম্পাদকের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া হয়। দ্রুত তাঁর সুস্থতা কামনা করা হয়। এদিকে উমরাহ হজ পালন করে গতকালই দেশে ফিরেছেন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তার আগে তিনি প্রতাপপুর দরবার শরিফের ভক্ত, মুরিদ, আইমার নেতা-কর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর সুস্থতা কামনায় দোয়া করার জন্য। পাশাপাশি তাঁদের উদ্বিগ্ন হতে বারণ করেছেন ভাইজান। জানিয়েছেন তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই। খুব শিগগির তিনি জনসম্মুখে আসবেন বলেই জানানো হয়েছে আইমা সম্পাদকের তরফ থেকে।

দ্য ভয়েস অব আইমা

দুর্গাপূজার আগে পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় রানিহাটি ১৩ নং ওয়ার্ডে (রানিহাটি হাই স্কুলের কাছে) প্রায় ৯০ জন হিন্দু মা-বোনেদের শারদীয়ার উপহার স্বরূপ শাড়ি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের ধুতি প্রদান করা হয়।

শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ করা হল স্থানীয় পড়শি সমাজের মানুষদের মধ্যে। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন আইমা নেতৃত্ব।

দুর্গাপূজার আগেই মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে দুস্থ ও বিধবা মহিলাদের হাতে উপহার তুলে দিলেন আইমার কর্মীরা। পুজোর আগে আইমার এই উপহার পেয়ে মুখে হাসি ফুটে উঠল তাঁদের।।

মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর আইমা যুব ইউনিটের উদ্যোগে ১৫৩তম গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন গত ২ অক্টোবর।

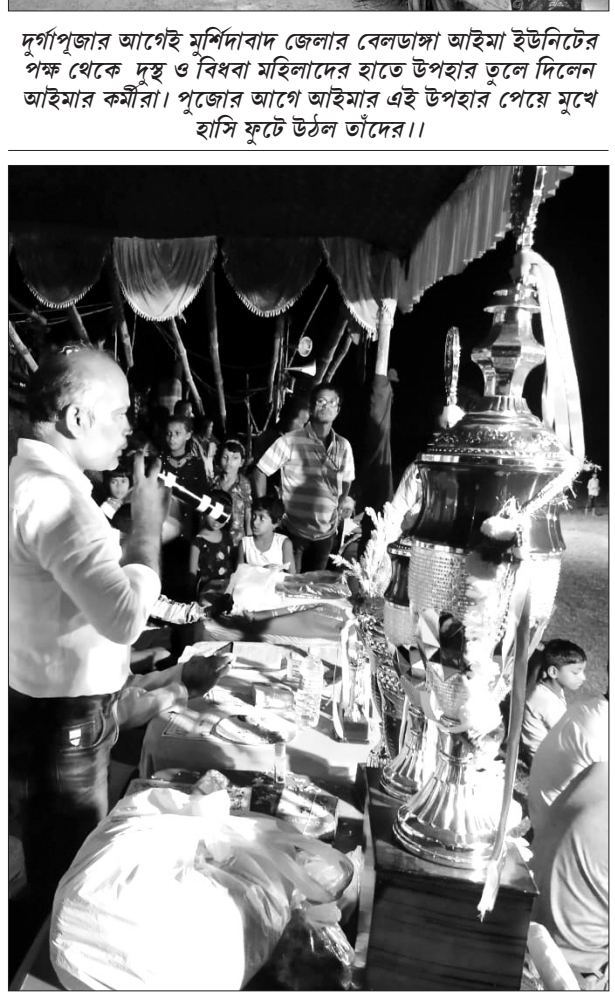

মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত নাটশাল-২ অঞ্চলের বাঁকাগাজিপুর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একদিনের নক আউট মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতা। পুরস্কার বিতরণ করা হল মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে।

সাড়ম্বরে গান্ধীজয়ন্তী পালন করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা জেলা কমিটি। উপস্থিত ছিলেন ওই কমিটির সম্পাদক সৈয়দ নুরাইন, ফয়সাল আলি, সৈয়দ মানজারুল হক, নাদিম সিদ্দিকী এবং অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যরা।

পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত ইশাকপুর আইমা ইউনিটের উদ্যোগে হয়ে গেল বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা কর্মসূচি।

সুদূর সৌদি আরবে গিয়েও ভালোবাসায় ভরে গেল আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের ডালি। দুই বাংলাদেশি যুবক শাহেদ ও মামুন তাঁর হাতে তুলে দিলেন হাদিয়া। আরবে বসে ফেসবুকে তাঁরা ভাইজানের বক্তব্যের ভিডিও দেখে আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবার সশরীরে তাঁকে সামনাসামনি দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

মহিলাদের নিয়ে কমিটি গঠন ও আলোচনাসভা সিদ্ধা-১ অঞ্চল আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সিদ্ধা-১ অঞ্চল আইমা ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী সেখ মাসুম আক্তার (সিল্টু), সেখ মতি পাখিরা ও সেখ ইঞ্জামুলের উদ্যোগে এবং সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদক সুলতান আলির প্রচেষ্টায় ওই ইউনিটের মহিলাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল সম্প্রতি। আইমার কোলাঘাট ব্লকের সম্পাদক, সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন কমিটি গঠনের এই সভায়। নতুন কমিটি গঠনের পাশাপাশি সিদ্ধা-১ অঞ্চল আইমা ইউনিটের মহিলারা একত্রিত হয়ে আইমার সদস্যপদ গহন করেন। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে তাঁরা পথ চলবেন বলে অঙ্গীকার করলেন এদিন। সংগঠনের ছায়ায় থেকে আগামী দিনে ভাইজানের নির্দেশমতো গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চান বলেও জানালেন তাঁরা।

অন্যদিকে ওই ইউনিটের অন্তর্গত বড়ডাঙ্গী গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোর সঙ্গে আইমা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি সাংগঠনিক পর্যালোচনাসভা করা হয়। আইমার কর্মী আরেফুল ইসলাম, আনসার আলি ও জিয়ারুল আলির পক্ষ থেকে এলাকার স্থানীয় হিন্দু মা ও বোনেদের আইমা তথা ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করা হয়। পাশাপাশি ওই অঞ্চলে আইমার একটি নতুন ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রামবাগ আইমা যুব ইউনিটের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত নাটশাল-২ রামবাগ আইমা যুব ইউনিট একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল সম্প্রতি। আইমা সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে গত ২ অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষে পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষা এবং বাল্যবিবাহ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিল তারা। সেইসঙ্গে পড়াশোনার প্রতি শিশুদের উৎসাহ যোগাতে তাদের মধ্যে খাতা, কলম, পেনসিল, চকোলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয় ওই ইউনিটের পক্ষ থেকে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেখ হাসিবুল, আমিরুল আলি খান, আশেকুর রহমান, সেখ সাদ্দাম আলি, সেখ সফিক, মানিক সেখ, কুদরত আলি, সেখ মানিক, মুর্শেদ খান, মারিয়া আমিরুল এবং সেখ মহম্মদ হোসেন ও মাস্টার নুর আলি শা প্রমুখ।

বিশ্বনবি দিবসে দুস্থদের বস্ত্রদান গোপালচক আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকের অন্তর্গত গোপালচক আইমা ইউনিটের উদ্যোগে বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে গরিব-দুস্থ ও অসহায় মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হল গত ৯ অক্টোবর রবিবার। এই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন আইমার জেলা সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। তিনি ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মার্জেন হোসেন, নন্দীগ্রাম-খে জুরির অবজার্ভার আফতাবউদ্দিন, নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের সম্পাদক সেখ হাসিবুল, আইমার জেলা কমিটির সদস্য সেখ সাইফুদ্দিন, ব্লক সহ সভাপতি সেখ মহসিন, আইমার সোশ্যাল মিডিয়র সদস্য সেখ ইউনুস ও সাদ্দাম মল্লিক-সহ আরও অনেকে। *(ছবি : সেখ সাইফুদ্দিন)*

আইমার বিশ্বনবি দিবস পালন

বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে মহিষাদল ব্লক আইমা এবং কাঞ্চনপুর যুব আইমা ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৫০০ বাইক এবং ১০০ টোটো নিয়ে বিশাল একটি রালির আয়োজন করা হয়। এই রালিতে উপস্থিত ছিলেন আইমার মহিষাদল ব্লক সভাপতি শ্রীমন্ত দাস, মহিষাদল ব্লক সম্পাদক সেখ আবদুল মজিদ প্রমুখ।

রাজ্য সরকারের 'অপদার্থতা', কাজে নামলেন আইমার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০০ দিনের কাজের টাকা না পাওয়া-সহ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে আগেই। সম্প্রতি এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে জেরবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এই অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় সরকারি কাজ থমকে রয়েছে। কিন্তু থেমে নেই আইমার কর্মীরা। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন কোমর বেঁধে। সম্প্রতি শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের চিমুটিয়া আইমা ইউনিটের কর্মীরা স্থানীয় এলাকার রাস্তার দুই পাশের বনজঙ্গল পরিষ্কার করলেন নিজেদের উদ্যোগে। যে কাজ করা উচিত ছিল সরকারের, সে কাজ নিজেরা করে দিয়ে সরকারকে একরকম চ্যালেঞ্জ জানালেন চিমুটিয়া আইমা ইউনিটের কর্মীরা।

বিশ্বনবি দিবসে জনসেবা ব্রজলালচক পশ্চিম আইমা ইউনিটের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তির দূত, ন্যায়পরায়ণ ও মানবকল্যাণের পথপ্রদর্শক তথা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মহম্মদ সা.-এর আগমন ও ওফাত দিবস ছিল গত ৯ অক্টোবর রবিবার। সেই ইদে-মিলাদুন্নবি উপলক্ষে সকলকে মুবারকবাদ জানালেন হলদিয়া ব্লক আইমা ইউনিটের অন্তর্গত ব্রজলালচক পশ্চিম আইমা ইউনিটের কর্মীরা। পাশাপাশি পথচলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয়জল, দই-সরবত পান করালেন তাঁরা। এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মার্জেন হোসেন, পাঁশকুড়া আইমার পৌর নেতৃত্ব আফতাবউদ্দিন, হলদিয়া ব্লক আইমার প্রাক্তন সম্পাদক আবু হোসেন-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো-ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের উদ্যোগে ও আইমা মহিষাদল টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবং মহিষাদল যুব ইউনিট ও নাটশাল-২ যুব ইউনিটের সহায়তায় রামবাগ নিবাসী একটি অসহায় পরিবারের মেয়ের বিয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হল। আর্থিক সহায়তার টাকা তুলে দিলেন আইমা কর্মীরা।

সংগঠনের অসুস্থ কর্মীর পাশে নরগ্রাম আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর ব্লকের চার নম্বর অঞ্চলের নরগ্রাম যুব আইমা ইউনিটের সদস্য সেখ শের আলি অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তিনি ওই ইউনিটের পাশাপাশি প্রতাপপুর দরবার শরিফেরও একজন খাদেম। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে আইমার সদস্যরা তাঁকে দেখতে যান। নরগ্রাম যুব আইমা ইউনিটের সকল সদস্য তাঁর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আইমা যে তার সদস্য বা হিতাকাঙ্খীদের ভোলে না, এই ঘটনা আবার একবার সে কথা প্রমাণ করল।

শারদীয়ায় বস্ত্রদান হলদিয়া পুর আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শারদীয়া উৎসবের শুভেচ্ছা এবং গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল হলদিয়া ব্লক আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে। গত ২ অক্টোবর পেরিয়ে গেল গান্ধীজয়ন্তী। ওই দিন গান্ধীমূর্তিতে মাল্যদানের পাশাপাশি হলদিয়া ব্লকের অন্তর্গত চারটি অঞ্চলের প্রায় ৩০০ জন হিন্দু মা-বোনের হাতে পূজার উপহারস্বরূপ শাড়ি তুলে

দেওয়া হয়। এই মহৎ কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন আইমার হলদিয়া পৌর নেতৃত্ব সৌমিত্র জিতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সহ সম্পাদক ফরিদ খান, হলদিয়া ব্লক আইমার সভাপতি স্বর্ণকমল দাস, ব্লক সম্পাদক মোরশেদ আলি, সুশীল বেরা, সেখ কুতুবউদ্দিন প্রমুখ।

দুর্গাপূজার আগেই মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে দুস্থ ও বিধবা মহিলাদের হাতে উপহার তুলে দিলেন আইমার কর্মীরা। পুজোর আগে আইমার এই উপহার পেয়ে মুখে হাসি ফুটে উঠল তাঁদের।

শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে সপ্তমীর দিন হলদিয়া ব্লক আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রতিবেশী সমাজের মানুষদের হাতে পূজার উপহার তুলে দেওয়া হল হলদিয়া ব্লক আইমার সভাপতি স্বর্ণকমল দাসের বাড়ি থেকে।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হলদিয়া শহরজুড়ে প্রতিটি দুর্গোৎসব কমিটিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হল। তুলে দেওয়া হল শারদ অর্ঘ্য।

পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১১ ও ১৫ নং ওয়ার্ডে পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল বস্ত্র বিতরণীসভা।

গত ৯ অক্টোবর রবিবার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সাদুল্লাপুরের বৈষ্ণবচক অঞ্চলে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অঞ্চল কমিটি গঠন হয়ে গেল ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি সাংগঠনিক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল।

কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত নন্দাইগাজন ও সোনাভুঁই আইমা ইউনিটের উদ্যোগে নবি দিবস উপলক্ষে কেরাত ও নাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি।,উপস্থিত ছিলেন আইমার একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

গত ৯ অক্টোবর বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত নহলা চকঘোলা, বৃন্দাবনচক যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে জাসনে ইদ-এ মিলাদুন নবি সা. অনুষ্ঠানে পথচলতি মানুষকে লস্যি, পানীয়জল, খেজুর, কলা ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হল।

গত ৯ অক্টোবর রবিবার বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে সাধুয়াপোতা পূর্ব ও পশ্চিম চিল্কা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি জুলুসের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আগত অতিথিদের হাতে লাড্ডু, শরবত ও পানীয়জল তুলে দেওয়া হয়।

গত ৯ অক্টোবর রবিবার বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে হলদিয়া ব্লকের অন্তর্গত মনোহরপুর আইমা ইউনিটের সহযোগিতায় এবং মনোহরপুর যুবকবৃন্দের পরিচালনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া ব্লক আইমার সম্পাদক মোর্শেদ আলি।

বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে বেতকুণ্ডু অঞ্চল আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে চলছে ইদে-মিলাদুন্নবি সা. ও দোয়ার মজলিশ।

সাবলআড়া আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশ্বনবি দিবস পালন করা হল। (ছবি : সেখ সাইফুদ্দিন)

কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত দেনান আইমা ইউনিটের নেতৃত্বেদের উপস্থিতিতে একটি সাংগঠনিক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে।

আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে সম্প্রতি পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত ইশাকপুর আইমা ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। প্রায় ৭০ জন মানুষকে এদিন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর পাঁশকুড়া পৌরসভার ১২ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি বস্ত্র বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি ○ ১৪ অক্টোবর ২০২২ ○ ২৭ আশ্বিন ১৪২৯ ○ শুক্রবার

অনর্গল বিষ উগড়ে দিচ্ছে ওরা

কেমন যেন কাকতালীয়ভাবে একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে। একদিকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের এক নেতা প্রকাশ্যেই মুসলমানদের মাথা কেটে নেবার নিদান দিচ্ছেন তো অন্যদিকে দিল্লির বিজেপি বিধায়ক প্রভাস সাহিব সিং ভার্মা তাদের সামাজিক বয়কটের দাবি জানাচ্ছেন। চাকরি দিতে নিষেধ করছেন মুসলমান প্রার্থীদের। ঠিক তারপরেই হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে মুসলমানদের গণহত্যার ডাক দেওয়া উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী এবং মুজফ্ফরনগর দাঙ্গার অন্যতম মাস্টার মাইন্ড হিসাবে পরিচিত যতি নরসিংহানন্দ জামিন পেয়ে যাচ্ছেন মুজফ্ফরনগরেরই একটি আদালত থেকে। কী অদ্ভুত সমাপতন, তাই না? অথচ এই সমস্ত ঘটনায় যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ অভিযুক্ত হতেন, তাহলে তার পরিণামটা কী হতে পারত, সেটা সহজেই অনুমেয়।

ভারতীয় বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত গুরুতর কোনও অভিযোগ ওঠেনি তেমনভাবে। কিন্তু তার পর থেকেই বিষয়টা পাল্টে যেতে দেখলাম আমরা। দেশের শাসনভার হাতে নিয়ে যে হিন্দুত্ববাদী দলটা ক্ষমতায় এল, তারা যে 'নিজেদের লোক' দিয়ে বিচারব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটাবে সেটা জানাই ছিল। কিন্তু সেটা যে এমন নির্লজ্জভাবে এবং সরাসরি ঘটবে তা জানা ছিল না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গুজরাট দাঙ্গায় অভিযুক্ত নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের ক্লিনচিট পাওয়া থেকে হাল আমলে জঘন্য অপরাধ করার পরেও নূপুর শর্মার মতো অধুনা বিজেপি নেত্রীকে আদালতের রক্ষাকবচ দেওয়া আসলে আদালত সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণাকেই বদলে দেয়। তাই হয়তো সমাজকর্মী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদদের একাংশও দাবি করেন, দেশের নানা প্রান্তের আদালতে বিজেপি নিজেদের লোক বসিয়ে রেখেছে। তাই কি সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান, অল্ট নিউজের সহ প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ জুবেইর গ্রেফতার হলেও যতি নরসিংহানন্দ, প্রভাস সাহিব সিং ভার্মা, নূপুর শর্মা-সহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ভাষণ ছড়ানো উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ছাড় পেয়ে যান? প্রশ্ন অনেক। উত্তর কোথায়? অবশ্য উত্তর দেবেই বা কে? যে দেশে সরকারি মদতে ধর্ষকদের মুক্ত করে দেওয়া হয়, যে দেশে খুনি-ধর্ষকরা বীরের সম্মান পায়, আর তা দেখেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন দেশের প্রধানমন্ত্রী-সহ তাঁর দলের সবাই, সেখানে আর যাইহোক ন্যায় বিচারের আশা করা যায় না।

২০১৩ সালের আগস্ট মাসে উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফরনগরের নাগলা মাদোর গ্রামে সরাসরি সাম্প্রদায়িক হিংসায় মদত দেওয়ার অভিযোগ ছিল গাজিয়াবাদের দাসনাদেবী মন্দিরের পুরোহিত নরসিংহানন্দের। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ওই ভয়ংকর মুসলিম গণহত্যায় নাম জড়িয়েছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী কপিলদেব আগরওয়াল, বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেত্রী সাধ্বী প্রাচী-সহ আরও ২১ জনের। অথচ কী অদ্ভুত পরিহাস! দেশের নোংরা রাজনীতির সুবাদে এরা আজ হিরো। আর কোনও অপরাধ না করেও, একশ্রেণির বিদ্বেষক্লিষ্ট বিচারপতির এজলাসে পড়ে মুসলিমদের অবস্থা হচ্ছে শোচনীয়।

বিজেপি বিধায়ক প্রভাস সাহিব ঘৃণা ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ''ওদের (মুসলিমদের) শায়েস্তা করা, অর্থাৎ সোজা করার একটাই রাস্তা, তা হল সম্পূর্ণ বয়কট। আমার প্রস্তাব সমর্থন করলে হাত তুলে জানান।'' তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে অপর বিজেপি নেতা নন্দকিশোর গুর্জর বলেছেন, ''আমাদের সুন্দর শহরটা কুকুর ছানায় ভরে গিয়েছে।'' এসব দেখেশুনে মনে হয়, এই দেশে মুসলিমদের সামাজিক অবস্থান দলিতদের থেকেও শোচনীয়। অথচ এইসব কিছু ঘটছে বিচারব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। না, কোনও স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হচ্ছে না সমাজকে কলুষিত করা, বিদ্বেষের বীজ বপনকারী এইসব হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে। ফলে তারাও অনর্গল বিষ উগড়ে দিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার ভয়ংকর খেলায় মেতেছে।

● ● ● ● ● ●

জীবন বদলের বাণী

যদি তুমি কারও প্রতি অনুগ্রহ করো, তবে তা গোপন রাখবে। আর অন্যে যদি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তবে তা সাধ্যমতো প্রচার করবে।
—হজরত আলি রা.

প্রকৃত সাহসী তাহারা, যাহারা সাহস না হারাইয়া বিপদ ও দুঃখের মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে।
—আল-কোরান

সদগুণ সম্পন্ন একজন পুত্র, অযোগ্য শত শত পুত্রের চেয়ে অনেক শ্রেয়। একটিমাত্র চাঁদই কিন্তু আকাশের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করতে পারে। *— চাণক্য*

একটি মুহূর্ত একটি দিন পরিবর্তন করতে পারে, একটি দিন একটি জীবন পরিবর্তন করতে পারে এবং একটি জীবন এই পৃথিবী পরিবর্তন করতে
—গৌতম বুদ্ধ

ভারতে মানবিক বিপর্যয়ের কারণ ইসলামোফোবিয়া ও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি

জামালউদ্দিন বারী

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। রাশিয়া ও চিনের হাত ধরে পূর্ব-পশ্চিমের শক্তিতে একটি ভারসাম্য এবং বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এতদিন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একটি ইসলামোফোবিক অ্যাজেন্ডা সামনে রেখে মধ্যপ্রাচ্য এবং মুসলমান প্রধান দেশগুলোতে যথেচ্ছ আগ্রাসন, নিয়ন্ত্রণ ও হুকুমদারি চালাচ্ছিল। সিরিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ও পশ্চিমা জোটের পরাজয় শত্রু হিসেবে রাশিয়াকে টার্গেটে পরিণত করে ইউক্রেনকে টোপ হিসেবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তা জমিয়ে তোলা হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরেশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক চালচিত্রে সেই নতুন মেরুকরণ আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। পশ্চিমা বিশ্বের ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামোফোবিক অ্যাজেন্ডা নিয়ে রাশিয়া-চিন নীরব দর্শকের ভূমিকার পালন করলেও এবার তাদেরকে একটি স্পষ্ট অবস্থানে আসতে দেখা যাচ্ছে। এর প্রথম প্রতিফলন দেখা গেল গত সপ্তাহে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে ১৫ মার্চ তারিখকে আন্তর্জাতিক ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধ দিবস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পাকিস্তানের আনীত প্রস্তাবে ওআইসির সদস্যভুক্ত ৫৫টির বেশি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের পাশাপাশি চিন ও রাশিয়ার মতো ভেটো-পাওয়ার সম্পন্ন পরাশক্তি দেশও এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে প্রস্তাবটি পাস করতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ নিউজিল্যান্ডের একটি মসজিদে ইসলাম বিদ্বেষী হেইট-গ্রুপের নৃশংস হামলায় অর্ধ শতাধিক মানুষ হতাহত হয়েছিল। সেই দিনটিকে স্মরণে রেখেই ১৫ মার্চকে ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধ দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ। দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পশ্চিমা ইসলামোফোবিক অ্যাজেন্ডার বিপক্ষে এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হল। এতদিন পশ্চিমাদের ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দাবার ঘুটির চালে চিন-রাশিয়ার মতো পরাশক্তিগুলোও এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছিল। বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতায় ইসলাম বিদ্বেষী প্রপাগান্ডা পশ্চিমা বিশ্বে আগের মতো কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারলেও এশিয়ায় ভারত, ইউরোপে ফ্রান্সের মতো সাবেক মুসলমান উপনিবেশ প্রভাবিত দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে নতুন বাস্তবতা। ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধে জাতিসংঘের প্রস্তাবের পক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিপক্ষে ভোট না দিলেও প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভারত, ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এক সুরে কথা বলতে দেখা গেছে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু জাতিসংঘ ২২ আগস্টকে ধর্ম ও বিশ্বাসের কারণে ভিকটিমদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সে হিসেবে ১৫ মার্চকে ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধ দিবস ঘোষণাকে তারা পুনরাবৃত্তি বলে মনে করে। প্রস্তাবটি গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ এর যথার্থতাকে মান্যতা দিতে সক্ষম হয়েছে।

১৫ মার্চকে ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালনের বিরোধিতাকারী স্বল্প কয়েকটি দেশের অন্যতম ভারত এবং ফ্রান্স নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে ইসলাম বিদ্বেষের শিকার। এ ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে ইসলামোফোবিক অ্যাজেন্ডা সামনে রেখে ৭টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা সহ নানাবিধ বৈষম্যমূলক নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। মুসলমান কমিউনিটি ছাড়াও খোদ মার্কিন সমাজের অভ্যন্তরেই সে সব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল। সাদা চামড়ার মার্কিন নারী-পুরুষ 'আই অ্যাম অ্যা মুসলিম টু' প্ল্যাকার্ড হাতে মুসলমান ভিকটিমদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বা প্রায় ২৫ কোটি মুসলমান জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতের সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠী এখন মুসলমানদের নাগরিকত্বহীন অথবা দ্বিতীয় সারির নাগরিকে পরিণত করার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। খণ্ড-বিখণ্ড, বহুধাবিভক্ত ভারততে একত্রিত করে শত শত বছর শাসনের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতের ভিত্তি রচনা করেছিল মূলত মুসলমান শাসকরা। মুসলমান সুলতান, মুঘল ও ইংরেজের অধীনে হাজার বছর ধরে ভারতের হিন্দু-মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করার কারণেই ভারত একটি বড় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এন্টিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশিত হতে পেরেছিল। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পর পর দুটি মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা

স্থানীয় জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামের মুখে তাদের উপনিবেশগুলো ত্যাগ করার আগে তারা এমন কিছু আঞ্চলিক ডিসপিউট সৃষ্টি করেছিল যা আর কখনওই সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি। অযোধ্যায় পাঁচশো বছরের পুরনো বাবরি মসজিদের স্থানে রামের জন্ম সংক্রান্ত বিতর্ক ও রামমন্দিরের কাল্পনিক অস্তিত্বের দাবি ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রকারীরাই ঢুকিয়ে দিয়েছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়।

নব্বইয়ের দশকে ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আনন্দ পট্টবর্ধনের 'রাম কে নাম' ডকুমেন্টারিতে এই চিত্র উঠে এসেছে। হিন্দু-মুসলমান শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানে থাকা একটি জনপদকে রাজনৈতিক কারণে অশান্ত করে ফায়দা লোটার চিত্র এখন আরও বেশি স্পষ্ট। ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে যে যত বেশি মুসলমান বিদ্বেষী ভূমিকা গ্রহণ করবে, সেখানে ভোটের রাজনীতিতে সে তত বড় নেতা হয়ে ওঠার বাস্তব উদাহরণ। মুখ্যমন্ত্রী থেকে নরেন্দ্র মোদীর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠা, যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এবং ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার পরীক্ষায় এখন উত্তরপ্রদেশের কোটি কোটি মুসলমানকে হিন্দুত্ববাদের বলির পাঁঠা বানোনো হচ্ছে।

দেশভাগের আগে কলকাতা ও অসমে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি করে ধর্মভিত্তিক বিভাজনকে অনিবার্য করে তোলা হয়েছিল। এরপরও কোনও একক দেশ হিসেবে ভারত হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুসলমান জনসংখ্যার দেশ। এই সংখ্যা পাকিস্তান বা বাংলাদেশের জনসংখ্যার চেয়ে বড়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রতি আস্থা রেখেই হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমিকভাবে বসবাসরত এখানকার মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে ভারতকেই নিজের দেশ হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানের আত্মত্যাগ হিন্দুদের চেয়ে কম নয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিকভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অনেক বেশি। ভারতে হিন্দুত্ববাদী বৈষম্য নীতি মাথাচাড়া দিয়ে না উঠলে এ নিয়ে বিতর্কের কোনও প্রয়োজনও হয়তো ছিল না। ভারতের হিন্দুত্ববাদ আধুনিক গণতন্ত্র এবং মাল্টিকালচারালিজমের সহাবস্থান নীতির সাথে চরমভাবে বেমানান। যেখানে দেশে দেশে রাষ্ট্র এবং তার গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের মধ্যকার জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিরোধ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে, সেখানে ভারতে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। ভারতের রাষ্ট্র তথা সরকার ও কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে যা কিছু করা যায় তার সবই করছে তারা। এতদিন হিন্দুত্ববাদীদের সভা-সমাবেশ ও রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে ভোটের রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। এখন পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র অঙ্গনে সব হিন্দুর মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজে লাগানো হচ্ছে। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের অবস্থা অনেকটাই ইজরায়েল নিয়ন্ত্রিত প্যালেস্টাইনের মতো। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের ডিবেটেও প্যালেস্টাইনের সঙ্গে কাশ্মীরের তুলনা উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে। কাশ্মীর কখনওই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত কাশ্মীরে শিখ রাজা হরি সিংকে ক্ষমতায় বসিয়ে সদ্য স্বাধীন ভারতের সাথে আঁতাত করে ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত করার ক্ষেত্রে কাশ্মীরের যে বিশেষ মর্যাদার কথা ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল, সংবিধানের সেই ৩৭০ ধারা বাতিল করে দিয়ে কাশ্মীরকে একটি বিজেপিশাসিত জেলখানায় পরিণত করার প্রেক্ষাপট আরও অনেক আগেই শুরু করা হয়েছিল। উত্তাল উত্তপ্ত কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব জম্মু-কাশ্মীরের মুসলমান নাগরিকরা যেমন ভারতীয় বাহিনীর টার্গেট, তখন সেখানকার হিন্দু সংখ্যালঘুরাও প্রতিপক্ষের দ্বারা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কাশ্মীরের পণ্ডিতরা এক বছরে বা এক দশকে কাশ্মীর উপত্যকা ত্যাগ করেননি। বিশেষত কাশ্মীর উপত্যকায় ডেমোগ্রাফি পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাক্রম প্রায় ২ হাজার বছর ধরে চলমান। সম্রাট অশোকের আমলে কাশ্মীর উপত্যকা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে কাশ্মীরের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের গণহত্যা ও বিতাড়নের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে হিন্দু আধিপত্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন চলছে।

রাষ্ট্রক্ষমতা যখন হিন্দুত্ববাদীদের হাতে তখন কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য এবং ব্রাহ্মণদের কাশ্মীর ত্যাগের জন্য একচ্ছত্রভাবে মুসলমানদের উপর দোষ চাপিয়ে পুরো ভারতজুড়ে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কে দেওয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালাচ্ছে বিজেপিশাসিত ভারত সরকার। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া বলিউড ছবি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখে সিনেমা হলেই মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান ও অসহিষ্ণুতার চিত্র বেরিয়ে আসছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায়। সাংবাদিক রানা আইয়ুবের এ সংক্রান্ত মতামত ও ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তা এখন পশ্চিমা গণমাধ্যমেও উঠে আসছে। কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন ও বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে সেখানে সেনাশাসন জারির পর থেকে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কার্যত জেল খানায় বন্দির জীবন কাটাচ্ছেন। নির্যাতনের শিকার, আতঙ্কগ্রস্ত কাশ্মীরের মানুষকেই এখন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দেশ ছাড়ার হেতু হিসেবে শুধু কাশ্মীরিদেরই নয়, সব ভারতীয় মুসলমানকেই ভিকটিমাইজ করা হচ্ছে। 'দ্য কাশ্মীর ফাইলসের' পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী ও পল্লবী জোশীকে নিয়ে যে বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণ করেছেন, তার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার ও কলাকুশলীরা মিলে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন। প্রথম টার্গেট ভারতীয় সমাজের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে সামনে রেখে মুনাফা বাণিজ্য করা। প্রথম সপ্তাহেই শতকোটি টাকা বাণিজ্য করেছে ছবিটি। যুগপৎ দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা। রানা আইয়ুব তাঁর ভিডিও পোস্টে দেখিয়েছেন, একটি সিনেমা হলের ভেতরেই 'গোলি মারো শালো কো' স্লোগান দিয়ে মুসলমানদের হুমকি দিতে শুরু করেছিল দর্শকরা। উত্তরপ্রদেশে এক সিনেমা হলে কাশ্মীর ফাইলস দেখে বের হয়েই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমান বিদ্বেষী স্লোগান দিতে শুরু করলে স্থানীয় মুসলমান যুবকরা বাধা দিলে রক্তাক্ত সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে। এমন একটি বিদ্বেষ-বিভাজন সৃষ্টিকারী সিনেমাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এতে নাকি কাশ্মীর পরিস্থিতির প্রকৃত সত্য বেরিয়ে এসেছে! যাঁরা এর বিরোধিতা বা সমালোচনা করছেন, তাঁরা নাকি সত্যকে ভয় পান। মুসলমানরা কাশ্মীরের পণ্ডিতদের সেখান থেকে বের করে দিয়েছে, এমন তথ্য হাজির করে মূলত তারা কাশ্মীরের ডেমোগ্রাফি পরিবর্তনের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে সফল করার চেষ্টা করছে। ইউক্রেন যুদ্ধে বিশ্বের নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মেরুকরণে ভারতের অবস্থান কোথায় তা স্পষ্ট নয়, সৌদি আরব বা আমিরাতের মতো মার্কিন বশংবদ শাসকরাও যখন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। তেলবাণিজ্যের লেনদেন ডলারের পরিবর্তে রুবলে করার ঘোষণা করা হয়েছে। রাশিয়ার প্রস্তাবের কাছে জেলেনস্কির ইউক্রেন কার্যত আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। তখন ভারতও রাশিয়ার সাথে তার পুরনো সখ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা, প্রলোভন ও প্রবল চাপের মধ্যেও এই কঠিন সময়ে রাশিয়া-চায়নার ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমঝোতা ২৫ সালা তেলচুক্তির মধ্য দিয়ে নতুন উচ্চতা গ্রহণ করেছে।

ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা রাশিয়া ও ইউক্রেনের সম্মিলিত জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। কট্টর বিজেপে নেতা যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ইউক্রেনের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফল যাই ঘটুক, ভারতে চলমান মুসলমান বিদ্বেষী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতা বিশ্বের সবচেয়ে বড় এথনিক ক্লিনজিং বা গণগত্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা জোরদার করা হচ্ছে। কয়েকমাস আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় মুসলমানদের একটি ভার্চুয়াল সেমিনারে জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগরি স্ট্যান্টন এবং বর্ষীয়ান মার্কিন রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তক-দার্শনিক নোয়াম চমস্কির কণ্ঠে এমন আশঙ্কার কথা ধ্বনিত হয়েছে। ভারতীয় ক্ষমতাসীন শ্রেণি বিশ্বসম্প্রদায়ের এমন আশঙ্কাকে থোরাই কেয়ার করছেন। বিশ্ব যখন মিথ্যা পপ্রচারণা নির্ভর ইসলামোফোবিক এজেন্ডা প্রতিরোধে ঐকমত্য পোষণ করছে, ভারতীয়রা তখন ২৫ কোটি মুসলমান নাগরিক ও প্রতিবেশী দেশের মুসলমানদের টার্গেট করে নতুনভাবে ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে দিতে চাইছে। দিল্লির পর ত্রিপুরায় নির্মম-রক্তাক্ত মুসলিম বিদ্বেষী দাঙ্গার পর গত বছর বলিউডের ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র নির্মাতা রোহিত শেঠী অক্ষয় কুমার, রণবীর সিংকে নিয়ে কাল্পনিক, মুসলিম বিদ্বেষী গালগল্প নির্ভর 'সূর্যবংশী' নির্মাণ করে সফল হয়েছিলেন। এভাবে একের পর এক ইসলামোফোবিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বিজেপির মুসলমান বিদ্বেষী রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে সাধারণ শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটি ব্যাপক গণহত্যার চিহ্ন বলে আশঙ্কা করেছেন গ্রেগরি স্ট্যান্টন। আল জাজিরা অনলাইনে প্রকাশিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রাক্তন বিশেষ অ্যাডভাইজর জুয়ান ই মেন্ডেজের সাক্ষাৎকারভিত্তিক এক প্রতিবেদনে ভারতের বিস্ফোরন্মুখ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে খুবই বিপজ্জনক ও গভীর সংকটপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। চলতি বছরে জানুয়ারি শুরুতেই উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভায় হিন্দু নেতারা মুসলমানদের নির্মূলের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলেছে। সেখানে উপস্থিত কট্টর হিন্দু নেতাদের মধ্যে হিন্দু মহাসভা নেত্রী সাধ্বী অন্নপূর্ণা বলেছেন, এমনকী যদি আমাদের মধ্যে মাত্র ১০০ জনও সেনায় পরিণত হতে পারি এবং তাদের ২০ লাখ লোককে হত্যা করতে পারি, আমরা বিজয়ী হব।

আল জাজিরার এই রিপোর্ট ভারতে সম্ভাব্য গণহত্যার গ্রেগরি স্ট্যান্টনের আশঙ্কাকেই সামনে নিয়ে আসছে। গুজরাট দাঙ্গায় হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের (বেশিরভাগ মুসলমান) মৃত্যুর পর বর্ষীয়ান সাংবাদিক-কলামিস্ট, সাহিত্যিক খুশবন্ত সিং অনুসন্ধানী তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন, তা 'দ্য এন্ড অফ ইন্ডিয়া' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। একসময় 'গুজরাটের কষাই' নামে খ্যাত নরেন্দ্র মোদী দিল্লির মসনদে বসার আগেই খুশবন্ত সিং ২০১৪ সালের ২০ মার্চ ৯৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যতই দিন যাচ্ছে, ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংস্কৃতি তত বেশি নির্মম ও নৃশংস হয়ে উঠছে। বইয়ের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'ধর্মের চরম বিকৃতি আমাদেরকে (ভারতীয়) বিশ্বের সবচেয়ে নির্মম মানুষে পরিণত করেছে।' সেই দেশভাগের সময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা থেকে ১৯৮৪ সালে শিখবিরোধী দাঙ্গা, ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গা-সহ বিজেপি শাসনের আগ পর্যন্ত সংঘটিত দাঙ্গার গতিপ্রকৃতি দেখেই খুশবন্ত সিং 'দ্য এন্ড অব ইন্ডিয়া'র চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। এখন হিন্দু মহাসভার নেতারা লাখ লাখ মুসলমান হত্যার প্রস্তুতির কথা বলছেন। জাতিসংঘ জেনোসাইড প্রিভেনশন অ্যাডভাইজার এবং গ্রেগরি স্ট্যান্টনের তরফ থেকেও গণহত্যার আশঙ্কা করা হয়েছে।

(সৌজন্যে দৈনিক ইনকিলাব)

জানা-অজানা

৫০০ বছরের ইতিহাসে ভয়াবহ খরার মুখে বিশ্ব

২০২২ পেল শুষ্কতম বছরের তকমা

৫০০ বছরের ইতিহাসে এমনটা কোনওদিন ঘটেনি, যা ঘটল ২০২২-এ। ভয়াবহ খরার মুখে পড়ল বিশ্বের শীতপ্রবণ দেশ। জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন যে বিশ্বকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এ ঘটনা তারই প্রমাণ। বিগত এক দশকের তুলনায় ২০২২-কে শুষ্কতম বছরের তকমা দেওয়া হল।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে ৫০০ বছরের ইতিহাসে সবথেকে ভয়াবহ খরার মুখে পড়েছে ইউরোপ। ঠান্ডার দেশে এমন উষ্ণায়নের প্রভাব আগে দেখা যায়নি। অনাবৃষ্টির কবলে পড়েছে চিন ও ব্রিটেনও। ফলে শুধু খরাই নয়, দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে গোটা বিশ্ব। জলের স্তর নেমে গিয়েছে অনেক গভীরে। আবার সমুদ্রে জলস্তর বাড়ছে। ফলে গভীর সংকটের মুখে পড়তে চলেছে বিশ্ব। জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জেরে এবার গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। স্মরণকালের মধ্যে এমন নজির নেই। তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চিনেও। ফলে বিভিন্ন দেশকে খরার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে বিশ্বের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ উপস্থিত। কী করে প্রাকৃতিক এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে বিশ্ব, সেটাই দেখোর।

ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আবহবিজ্ঞানীরা এই বছরকে অর্থাৎ ২০২২-কে শুষ্ক বছরের তকমা দিয়েছে। যেভাবে এবার বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে আবহাওর উপর, যেভাবে দিন দিন তাপমাত্রা বাড়ছে। লন্ডনের মতো জায়গায় গরমের হাত থেকে বাঁচতে নদীতে, হ্রদে নেমে বসে থাকতে হচ্ছে, তা বিস্ময়ের। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে অনাবৃষ্টির প্রকোপ। একদিকে তাপমাত্রা বাড়ছে, অন্যদিকে বৃষ্টির দেখা নেই। তাই গত কয়েক দশকের গড় তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করে ২০২২-কে ইতিহাসের শুষ্কতম বছর হিসেবেও অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন। এক দশকের শুষ্কতম বছর তো বটেই, ২০২২ ইতিহাসের শুষ্কতম বছরও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শুষ্কতা পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তার মধ্যে একটি হল উপগ্রহের ছবির সাহায্যে মাটির আর্দ্রতা পরিমাপ করা। গত তিন মাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে এ শতাব্দীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত গড় শুষ্কতার হার তুলনায় এই গবেষণা চালানো হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই দশকের মধ্যে গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রার হার বিবেচনায় উষ্ণতম বছর ২০২২।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে ৫০০ বছরের ইতিহাসে সবথেকে ভয়াবহ খরার মুখে পড়েছে ইউরোপ। ঠান্ডার দেশে এমন উষ্ণায়নের প্রভাব আগে দেখা যায়নি। অনাবৃষ্টির কবলে পড়েছে চিন ও ব্রিটেনও। ফলে শুধু খরাই নয়, দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে গোটা বিশ্ব।

পঞ্চায়েত ভোটের প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত ভোট আঞ্চলিক স্তরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনের থেকেও স্থানীয় সমস্যার সমাধানে পঞ্চায়েত ভোটের দিকেই তাকিয়ে থাকেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় উন্নয়নের ব্যাপারে এই নির্বাচনের দিকেই মুখিয়ে থাকেন আপামর গ্রামবাসী। বাকি নির্বাচনের মতোই সেই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই সেই সব প্রতিশ্রুতির সারবত্তা তেমন থাকে না। সম্প্রতি এক পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক প্রার্থী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা নিয়েই হাসি-মশকরা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এক আইপিএস অফিসার বিষয়টি নেটিজেনদের সামনে এনেছেন। তারপরই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

গ্রামে ৩ বিমানবন্দর, ২০ টাকা পেট্রোল, দিনে এক বোতল মদ!

আইপিএল অরুণ বোথা গোটা ঘটনার ভিডিও শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার সিরসধ পঞ্চায়েতে ঘটেছে এই ঘটনা। সেখানকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করছেন জয়করণ লাছওয়াল। নিজেকে শিক্ষিত, কর্মঠ এবং সৎ বলে দাবি করেছেন জয়করণ। তিনি কাজ করেছেন, করেন এবং করবেন বলেও প্রচার করছেন। কিন্তু এ অবধি ঠিক থাকলেও তাল কেটেছে এর উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতিতে। তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা দেশের প্রধানমন্ত্রীও দিতে বোধহয় সাহস পাবেন না। জয়করণ জানিয়েছেন, তিনি জিতলে গ্রামে তিনটি বিমানবন্দর তৈরি করবেন। তিনি জিতে গেলে সিরসধ গ্রামে তিনটি বিমানবন্দর হবে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত ভোটে জিতলে পেট্রোলের দাম ২০ টাকা প্রতি লিটার করে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমে সিলিন্ডার প্রতি ১০০ টাকা করে দেবেন। ওই পঞ্চায়েত প্রার্থীর প্রতিশ্রুতির বন্যা এখানেই থামেনি।

অসমের গুয়াহাটিতে বর্ষার কারণে পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া পবিটোরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য পুনরায় খোলা হল।

লাগাতার বৃষ্টিতে ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের প্রকৃতির রোষানলে উত্তারখণ্ড। চারদিন ধরে চলছে লাগাতার বৃষ্টি। পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি ক্রমাগত হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ থেকে খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে ধস নেমে একাধিক জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। বন্ধ রয়েছে একাধিক রাস্তাও। ঘটেছে মৃত্যুর ঘটনাও। আতঙ্কের প্রহর গুনছে সাধারণ মানুষ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে একাধিক রাস্তা বন্ধ। পাহাড়ি রাস্তার ধারে অনেক জায়গায় গাছ পড়ে গিয়েছে।

বন্ধ ৭০টিরও বেশি রাস্তা

ধস নামার কারণে বন্ধ রয়েছে টানাকপুর পিথোরাগড় হাইওয়ে। গাড়ওয়ালের সঙ্গে কুমাওনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভূমিধস এবং ধ্বংসাবশেষের কারণে তাওয়াঘাট-লিপুলেখ, থাল-মুন্সিয়ারি, চম্পাওয়াত-পিথোরাগড় জাতীয় সড়ক-সহ ৭০টিরও বেশি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বৃষ্টির কারণে কালী, গোরি, সরযু, গোমতী, শারদা, গৌলা ও কোসি নদীতে জলস্তর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি সানাল দিতে প্রশাসনে তরফে খুলে দেওয়া হয়েছে। শারদা, গৈলা ও কোসি ব্যারেজের গেট। ফলে একাধিক জায়গা জলমগ্ন। আলমোড়া জেলার একটি বাড়িতে টিলা থেকে ধ্বংসস্তূপ পড়ে এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। অসংখ্য গবাদি পশুরও মৃত্যুর খবর রয়েছে। গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন। জারি করা হয়েছে সতর্কতা। চলছে উদ্ধার কাজ।

প্রসঙ্গত, শুধু উত্তরাখণ্ড নয়, বিগত কয়েক দিন ধরেই উত্তর ভারতে লাগাতার বৃষ্টি চলছে। বৃষ্টিতে ভাসছে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক-সহ একাধিক রাজ্য। আগামী দুই দিন এই বৃষ্টির

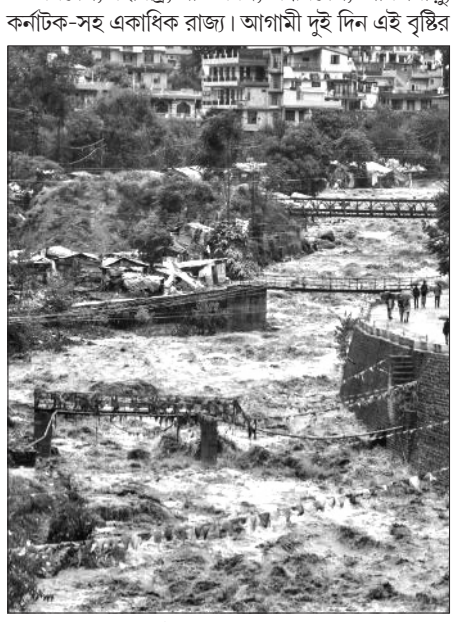

প্রভাব থাকবে বলেই জানা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণেই আজ রাজ্যের সমস্ত স্কুলগুলি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ধনী হতে দুই মহিলাকে বলি রান্না করে খাওয়া হল মাংস!

আঁতকে ওঠার মতো ঘটনা কেরলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিত্তশালী হতে মানুষ কী না করতে পারে! কিন্তু তাই বলে জল জ্যান্ত দুটো মানুষকে খুন করে তাদের মাংস কি খেয়ে নেওয়া যায়? এরকমই একটি নৃশংস মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে কেরালার তিরুবনন্তপুরমে। মূল অভিযুক্ত দুই দম্পতি-সহ সমস্ত ঘটনার নেপথ্যে যে ছিল তাকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে মূল মাথা শফি নামের এক ব্যক্তি যাকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে কেরলের পুলিশ। নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খাওয়ার অভিযোগে দম্পতি ভগবান সিংহ এবং লায়লাকেও জেল হেফাজতে রেখেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, চলতি বছর জুন মাসে এরনাকুলাম থেকে অপহরণ করে রোজালিন নামক এক মহিলাকে শফি নিয়ে আসেন সিংহ বাড়িতে। অপহরণ করার পর তাকে সেখানেই দীর্ঘদিনের জন্য আটকে রাখা হয়। চলতি বছরেই জুন মাসের পরে আবার সেপ্টেম্বর মাসে আরও এক মহিলাকে অপহরণ করে সিংহ বাড়িতে এনে তোলেন শফি। এই মহিলার নাম ছিল পদ্মা। তারপর তাদেরকে জোর করা হয় পর্নোগ্রাফিক্স সিনেমা করার জন্য।

তাদেরকে প্রচুর টাকা-পয়সার লোভও দেখানো হয় কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। দুই মহিলাই অরাজি হন। তখন শফি সিংহ পরিবারের দম্পতি দুজনকে প্রচুর টাকা-পয়সার লোভ দেখায়। এবং তাদেরকে বলে বিত্তশালী হতে গেলে নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খেতে হবে। এবং সুখের কথা অনুসারে সেই দুই দম্পতি এ নৃশংস কাজটি করেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রথমে দুই মহিলাকে গলা টিপে খুন করা হয় এবং তারপর তাদের স্তনগুলি কেটে নেওয়া হয়। তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণের পর ভগবান এবং লায়লা তাদের শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেন। শুধু তাই নয় তারপর তারা সেই মাংস ভক্ষণও করেন। জানা গেছে পদ্মা এবং রোজালিনের মধ্যে একজনের দেহকে ওরা মোট ৫৬টি টুকরো করেছিল। খুন করার আগে বেঁধে দিয়েছিল তাদের হাত-পা। বিত্তশালী হতে চেয়ে নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে সমস্ত প্রমাণ লুকোতে তারা পদ্মা এবং রোজালিনের শরীরের বাকি অংশ গুলোকে মাটিতে মোট তিনটি গর্ত করে ভাগে ভাগে পুঁতে দেয়। শফির কথাতেই এই সমস্ত কাণ্ড করেন দম্পতি।

জানা গেছে অভিযুক্ত ভগবান সিংহ পেশায় একজন থেরাপিস্ট কিন্তু তবু তার কেন এরকম মানসিক প্রবৃদ্ধি হল সেই নিয়ে দ্বন্দ্বে পুলিশ। কোচি পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, ব্যাপারটি এখনও ধোঁয়াশায় রয়েছে, এখনও তদন্ত চলছে, যত তদন্তে এগোবে তত স্পষ্ট ভাবে জানা যাবে আসলে কী ঘটেছিল আর কেন ঘটানো হয়েছিল।

মাংস নয়, প্রিয় ছিল ডাল-ভাত

৭৫ বছরে চলে গেল কেরলের 'সাত্ত্বিক' কুমির

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলে গেল বাবিয়া! বাবিয়া একটি কুমির, পৃথিবীর এক অনবদ্য কুমির যে আমিষ খাবার খেত না, তার প্রিয় ছিল ভাত-ডাল! কেরলের কাসারগড় এলাকার শ্রী আনন্দপদ্মনাভ মন্দিরের পুকুরেই থাকত বাবিয়া। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫।

পর্যটকদের মধ্যেও কেরলের নিরামিষাশী কুমিরটিকে নিয়ে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে! কাসারগড় জেলার অনন্তপুরায় ওই মন্দিরে যে-ই যাক না কেন, একবার অন্তত বাবিয়ার দর্শন করতেন। অবাক কাণ্ড, কুমির হয়েও বাবিয়া ওই পুকুরে থাকা একটি মাছকেও কোনওদিন আক্রমণ করেনি। স্থানীয়দের বিশ্বাস, কুমিরটি নাকি ভগবানের দূত। তাই কুমিরটিকে ভক্তি করতেন স্থানীয়রা, মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গেও কুমিরটির ভারী বন্ধুত্ব ছিল। শান্ত স্বভাবের বাবিয়া কোনওদিনই কাউকে আক্রমণ করেনি। তবে, কবে নাগাদ সে মন্দিরের ওই পুকুরে আশ্রয় নিয়েছিল বা কে তার নামকরণ করে, সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। স্থানীয়দের মতে, ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই মন্দিরে বাস করছিল কুমিরটি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল বাবিয়া।

জানা যায়, দিনে দু'বার মন্দিরের পুরোহিতের হাতেই খেত বাবিয়া। তিনি ভাতের গোলা করে বাবিয়ার মুখে ছুঁড়ে দিতেন। তাদের দুজনের সম্পর্ক সত্যিই গাঢ়! পুকুরের একটা মাছও কোনওদিন চেখে দেখেনি বাবিয়া। অবাক কাণ্ড হলেও, ১০০ শতাংশ নিরামিষাশী কুমির ছিল বাবিয়া।

৫০তম প্রধান বিচারপতি হবেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের উত্তরসূরির নাম প্রস্তাব করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত। পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নাম প্রস্তাব করেছেন। মঙ্গলবার সকালেই তিনি এই সংক্রান্ত একটি চিঠি বিচারপতি চন্দ্রচূড়কে দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের উপস্থিতিতে এই চিঠি দেন বিচারপতি ইউইউ ললিত। সেই চিঠিতে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে বিচারপতি ললিত এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকেও চিঠি লিখে জানাবেন বলে জানা গিয়েছে। গত সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁর কাছে পরবর্তী প্রধান বিচারপতির নাম জানতে চাওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, গত এন ভি রমনের পর গত অগাস্ট মাসেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিচারপতি ইউ ইউ ললিত। তবে এই পদে তাঁর মেয়াদ মাত্র তিনমাসই। আগামী ৮ নভেম্বরই প্রধান বিচারপতি পদে তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার আগেই নিজের উত্তরসূরির নাম প্রস্তাব করলেন বিচারপতি ললিত। আর বিচারপতি ললিতের পর দেশের ৫০ তম প্রধান বিচারপতি হবেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়।

এদিকে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলে সেই পদে বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর। এর আগে বিচারপতি চন্দ্রচূড় ১৯৯৮ সালে ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি ২০১৩ সালে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। বম্বে হাইকোর্টেও তিনি ওকালতি করেছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন।

শোভনকে ভাঁড় কটাক্ষের পাল্টা শুভেন্দুকে ভণ্ড আখ্যা!

মমতার কৃপায় মন্ত্রী, বললেন বৈশাখী

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন্দীগ্রাম ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ব্যাট ধরে শুভেন্দু মিথ্যাচার করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। এবার তার পাল্টা শোভনকে ভাঁড় কটাক্ষে বেঁধেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু শোভন যখন আক্রমণের মুখে তখন তো ঢাল হয়ে দাঁড়াবেনই বৈশাখী। তাই বৈশাখী পাল্টা শুভেন্দুরে ভণ্ড বলে উপহাস করলেন।

শোভন-বান্ধবী বৈশাখীর সাফ কথা, ভণ্ডামির থেকে ভাঁড়ামি অনেক ভালো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃপা না পেলে তো উনি কোনওদিন মন্ত্রীই হতে পারতেন না। বিরোধী দলনেতাও রয়েছেন মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃপায়। নাম না করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষের জবাব দিলেন। তিলি লেখেন, ভণ্ডামি আর ভাঁওতাবাজির থেকে ভাঁড়ামি ভালো। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার পর নন্দীগ্রাম অভিযান নিয়ে মাঝমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি লক্ষ্মীপুজোর দিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে তাঁর বাড়িতে আপ্যায়ন করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দীগ্রাম অভিযান ও তাঁদের শান্তিকুঞ্জের বাড়িতে একরাত কাটানো নিয়ে মন্তব্য করেন।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ২০০৮ সালের ১৩ মার্চ তৃণমূল দলের মালিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিকুঞ্জের চারতলার একটি ঘরে রাত কাটিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে ১৪ মার্চের গণহত্যার বর্ষপূর্তির দিন সকালবেলা কাঁথির শান্তিকুঞ্জ অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীদের বাড়ি থেকেই গোকুলনগরের অধিকারীপল্লি যেখানে গুলি চলেছিল সেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করে কলকাতায় গিয়ে মিছিল করেছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাজার গরম করার জন্য এসব করেছিলেন। এরপরই শোভন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন অন্তরালে থাকার পর এক ভিডিও বার্তায় বলেন, শিশির অধিকারীর বাসভবন শান্তিকুঞ্জে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার যে দাবি শুভেন্দু অধিকারী করছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। ওই ঘটনার দিন আমি মমতাদির সঙ্গে ছিলাম। দলবদল করে বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী সত্য ঘটনাকে বিকৃত করছেন। নীতি-নৈতিকতা সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছেন তিনি সেই সব ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আমি মিথ্যা বলতে পারব না। এর পরই শুভেন্দু তাঁকে ভাঁড় বলে কটাক্ষ করেন। শোভনকে সেই ভাঁড় কটাক্ষের জবাব দিলেন বৈশাখী। ভিডিও বার্তায় তিনি শুভেন্দুকে ভণ্ড ও ভাঁওতাবাজ বলে আক্রমণ করেন। একইভাবে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি আনুগত্য বজায় রাখলেন শোভনের মতোই। শোভন চট্টোপাধ্যায়ও বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে কোনওদিন মন্ত্রী বা সাংসদ হতে পারতেন না শুভেন্দু। সেই শুভেন্দু এখন ইতিহাস বিকৃত করছেন।

মোমিনপুরে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট

সিট গঠনের নির্দেশ, দিতে হবে ক্ষতিপূরণও

নিজস্ব প্রতিনিধি: লক্ষ্মীপুজোর দিন মোমিনপুরে হিংসার ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা। এবার সেই ইস্যুতে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করল হাইকোর্ট। আজকে মোমিনপুর সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় উচ্চ আদালতের তরফে পুলিশকে প্রশ্ন করা হয়, নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? এদিকে বোমাবাজি হওয়া সত্ত্বেও কেন এনআইএ-র ধারায় মামলা রুজু হয়নি, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে তলব করেছে আদালত। এদিন মোমিনপুর মামলার শুনানি চলাচালীন কলকাতা বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের তরফে পুলিশি ত্রুটি সংক্রান্ত লিখিত জবাব চাওয়া হয়। মোমিনপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত। সেই মামলার শুনানিতে পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের থেকে জবাব চায় আদালত।

এর পাশাপাশি মোমিনপুর হিংসায় সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত, পাশাপাশি দিতে হবে ক্ষতিপূরণও। আদালত স্পষ্ট করে বলেছে,রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত

গোয়েলকে এই ঘটনার তদন্তের দেখভাল করতে হবে। এরই সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, তদন্তের গতিপ্রকৃতি কী তা নিয়ে দু'সপ্তাহ পর রিপোর্ট দিতে হবে হাইকোর্টে। এদিন পুলিশের কাছে আদালত জানতে চায়, যে এফআইআরগুলি হয়েছে তার ভিত্তিতে কী কী পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত করা হয়েছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে ইকবালপুর থানার ওসি আদালতে জানান, বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা ও গুলি উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি সংঘর্ষে জড়িতদের ৪২ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

এদিন মামলাকারীর পক্ষ থেকে মোমিনপুর কাণ্ডে এনআইএ তদন্তেরও আর্জি জানানো হয়। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের মত, রাজ্য পুলিশ যখন তদন্ত করছে তখন এই মুহূর্তে অন্য কোনও সংস্থার তদন্ত করার প্রয়োজন নেই। কলকাতার পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে হাইকোর্ট বলেছে, এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। সব ধর্মের মানুষ সেখানে যাতে সুরক্ষিত থাকেন তা নিশ্চিত করা পুলিশ প্রশাসনেরই দায়িত্ব।

লক্ষ্মীপুজোর দিন দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ কলকাতার একবালপুর, মোমিনপুর এলাকায়। বোমা, ইট, কাচের বোতল ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। দোকান, বাইক ভাঙচুর করা হয়। পরে একবালুপুর থানায় ঢুকে একদল বিক্ষোভকারী ভাঙচুর চালায়। রীতিমতো থানা দখল হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় দুই পুলিশ আধিকারিক জখম হন বলে দাবি করা হয়। পরে অতিরিক্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৪৪ জারি করা হয়। মোমিনপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে চিঠি দেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবনে গিয়ে সরাসরি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখাও করে আসে বিজেপির প্রতিনিধি দল। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে সেখানে।

পাঁশকুড়ায় বাড়ির ভিতরেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ

স্কুল ছাত্র-সহ মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ গেল দু' জনের। একজন নবম শ্রেণির ছাত্রও রয়েছে।

ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, পাঁশকুড়ার পূর্ব চিল্লাকা গ্রামে আতসবাজি তৈরি করা হত। সেখানে বোমা জাতীয় বাজিও তৈরি করা হত। এ দিন সেই বাজি তৈরির সময়ই পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সময় বাড়িটিতে বেশ কয়েকজন ছিল বলে খবর। তাঁদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ বাহিনী।

বিস্ফোরণের জেরে জখম হয়ে প্রথমে মৃত্যু হয় শম্ভু সামন্ত নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রের। পরে তমলুক হাসপাতালে মৃত্যু হয় স্বর্ণময়ী ভক্তা নামে বছর চল্লিশের আরও এক মহিলার। ওই বাড়িটিতে কতজন বাজি তৈরির কাজ করছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ বাহিনী সাধারণ বাজি ছাড়া ওই বাড়িটিতে অন্য কোনও রকমের বিস্ফোরক তৈরি করা হত না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসীরাও।

কচুরিপানার ঝুড়ি থেকে ফুলদানি

শৌখিন সামগ্রী বানিয়ে তাক লাগাচ্ছেন গ্রামের শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শ দিয়েছিলেন কচুরিপানা ও কাশফুল দিয়ে জিনিস তৈরির কথা। তাঁর সেই বক্তব্যের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমের বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামে এই কচুরিপানা দিয়েই তৈরি হচ্ছে ঘর সাজানোর জিনিস। তাও আবার মুখ্যমন্ত্রীর এই পরামর্শের আগে থেকেই। শৌখিন আয়না, পাপোশ, ফুলদানি, ব্যাগ, ফুলের সাজি, ফল রাখার পাত্র আরও কত কী! আর ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁচে রয়েছে বেশ কতগুলি পরিবার। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর বিদ্যানগরে বড়কোবলা গ্রাম। সেখানে গেলেই দেখা মিলবে এই শিল্পের। মহিলাদের হাতের ছোঁয়ায় একের পর এক কচুরিপানা দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে বিভিন্ন দ্রব্য। যা তৈরি করে স্বনির্ভর হচ্ছেন এই গ্রামের মহিলারা। উপার্জনের মুখ দেখছে কয়েকটি পরিবার। রাজু বাগ। তিনি বিদ্যানগরের বাসিন্দা। পেশায় একজন ডিজাইনার। পড়াশোনা করেছেন শান্তিনিকেতনের ডিজাইন বিভাগে। তাঁর কথায়, করোনার সময়ে বাইরের রাজ্য থেকে কাজ হারিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয় অনেককে। রাজু নিজেও কাজ হারিয়ে বাড়িতে ফেরেন। তাঁর মতো অনেকেই রোজগারহীন। যেহেতু কাজ নেই, সেই কারণে অবসর সময় কাটে বাড়ির সামনে। মস্ত বড়ো বিলের ধরে বসে। এরপর একদিন রাজু বাগের মাথায় আসে গ্রাম-গঞ্জে জলাশয়ের কচুরিপানা থেকে কি কিছু বানানো যায়? যা থেকে এলাকার মানুষজনের রোজগার হতে পারে! বাড়ির সামনেই মস্ত বড়ো বিল। যাতে অফুরন্ত কচুরিপানা। সেই মতোই কিছু কচুরিপানা তুলে রৌদ্রে শুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে রাজু বানিয়ে ফেলেন একের পর এক শৌখিন দ্রব্য। পরবর্তীতে রোজগারহীন পরিবারের মহিলাদের বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে কচুরিপানা হস্তশিল্প শুরু হয়। বর্তমানে কচুরিপানার বিভিন্ন দ্রব্য অনুযায়ী মহিলারা দৈনিক রোজগার করেন ২০০-২৫০ টাকা। এখানে তৈরি হওয়া কচুরিপানার দ্রব্য বিক্রির জন্য পৌঁছে যায় রাজ্য ছাড়িয়ে হায়দরাবাদ, জামশেদপুর, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায়। আর চাহিদা তুঙ্গে। বর্তমানে ৩০-এর বেশি মহিলারা ট্রেনিং নিয়ে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এলাকার পুরুষরা পেয়েছেন বাড়তি রোজগার। কারণ গ্রামে জলে ডোবায় আগাছার মতো ফুটে থাকে কচুরিপানা। যা তুলে বিক্রি করলেই কেজি প্রতি মেলে ৩০ টাকা। রাজু বাগ জানাই প্রকল্পে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। খাদি সংস্থা থেকে এখানে তৈরি কচুরিপানার দ্রব্য বিক্রিতে ও কিনতে পাশে দাঁড়িয়েছে।

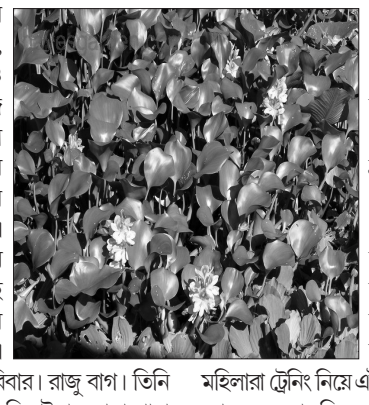

লোকাল ট্রেন থেকে ৬১ লক্ষ উদ্ধারে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: নৈহাটিতে লোকাল ট্রেনে ব্যাগভর্তি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় টিটাগড়ের যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেলেন তদন্তকারী অফিসাররা। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন ছেঁড়া ১০ টাকাতেই ছিল লেনদেনের সংকেত। টাকা পাচারের এক অবাক কৌশল ফাঁস হয়ে গেল ধৃত যুবকের মোবাইল থেকে।

নৈহাটিতে রেল পুলিশের জালে ধরা পড়ার পর টাকার উৎস নিয়ে বারবার বয়ান বদল করেছে টিটাগড়ের ওই যুবক। বারবার পুলিশকে বিভ্রান্ত করলেও যুবকের মোবাইল থেকে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মোবাইলে পুলিশ পায় একটি ছেঁড়া ১০ টাকার নোটের ছবি। তা থেকেই পুলিশ জানতে পারে ওই ছেঁড়া ১০ টাকার নোট মিলিয়েই হত লেনদেন। মঙ্গলবার বিকেলে যখন চেকিং চলছিল, তখন যুবকের আচরণ দেখেই সন্দেহ হয় পুলিশের। তাঁর আচরণেই পুলিশ বুঝে যায় ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। বিরাট ব্যাগে কী রয়েছে জানতে চাইতেই বিপত্তি। ধরা পড়ে যায় টাকা ভর্তি ব্যাগ। বুধবার সকালে মেশিন এনে গোনা হয় টাকা। জানা যায় ওই ব্যাগে ৬১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ছিল। রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন আয়কর দফতর ও দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। তাঁরাও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বারবার ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে ওই যুবক।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)

মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

বিচার ও শাস্তির ব্যাপারে ইসলাম যা সিদ্ধান্ত নেয়

ইসলামের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থাকে বর্বরোচিত এবং পশ্চাদপদ হিসাবে আখ্যায়িত করে ইসলামের শত্রুরা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। এই অপবাদ নিরসনে এই প্রবন্ধে ইসলামের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হল। সেই সঙ্গে উন্মোচন করা হল ইসলাম নিয়ে পশ্চিমাদের অপপ্রচার ও বিকৃতি। পর্ব-৩

ইসলামের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থাকে বর্বরোচিত এবং পশ্চাদপদ হিসাবে আখ্যায়িত করে ইসলামের শত্রুরা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। এই অপবাদ নিরসনে এই প্রবন্ধে ইসলামের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হল। সেই সঙ্গে উন্মোচন করা হল ইসলাম নিয়ে পশ্চিমাদের অপপ্রচার ও বিকৃতি।

১) হুদুদ— এই শাস্তি হচ্ছে 'আল্লাহর (সুবহানাহুতা ওয়াতায়ালা) অধিকার এবং তা কেউ ক্ষমা করতে পারে না।' ছয়টি ক্ষেত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

ক) অবিবাহিত পুরুষ/ নারীর ব্যভিচার— (১০০ দোররা বা চাবুকের আঘাত), বিবাহিত পুরুষ/ নারীর ব্যভিচার (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা), সমকামিতা, (মৃত্যুদণ্ড)।

খ) অপবাদ দেওয়া, সম্মান নষ্ট করা, মিথ্যা কথা প্রচার করা এবং উড়ো খবর রটানো (৮০ দোররা বা চাবুকের আঘাত)।

গ) চুরি (হাত কাটা)

ঘ) মদ পান করা এবং নেশা করা (৮০ দোররা)

ঙ) দুই দল মুসলিম দ্বারা আইন লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘন। যথা, খলিফা আবু বকর রা. এর সময় মুরুতাদদের যাকাত অস্বীকার করার বিষয়।

চ) মুরতাদ, অর্থাৎ কোনও মুসলিমের ইসলাম ত্যাগ করা (মৃত্যুদণ্ড)।

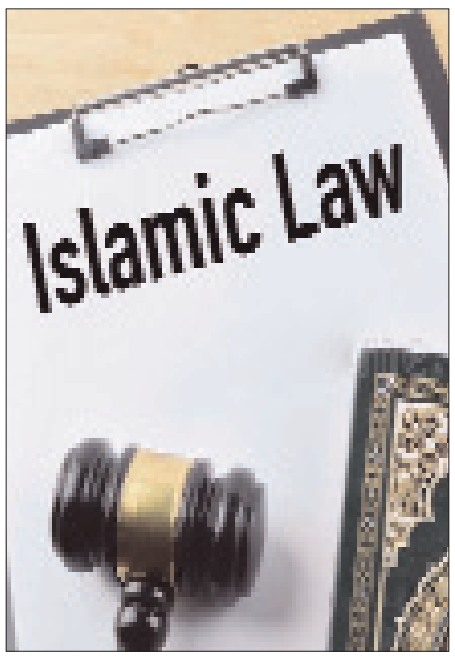

২) আল-জিনায়াত— 'ব্যক্তির অধিকার এবং ক্ষমা করারও অধিকারী।' মূলত হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ঘটনাগুলো হতে পারে তা বেআইনিভাবে কিংবা দুর্ঘটনাবশত এবং নিহত ব্যক্তির স্বজন বা পরিবারের দিয়তের বিনিময়ে ক্ষমা করার অধিকার এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ—

ক) যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে খুন করে তার ক্ষেত্রে দিয়ত হচ্ছে ১০০ উটের সমপরিমাণ যার মধ্যে ৪০টি হতে হবে গর্ভবতী।

খ) যদি কোনও ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে খুন করে সেক্ষেত্রে তার দিয়ত হচ্ছে ১০০ উটের সমপরিমাণ।

ইমাম আন-নাসায়ী তাঁর বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেন যে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের জন্য দিয়ত রয়েছে, যেমন চোখের জন্য রক্তপণ হচ্ছে ৫০টি উটের সমপরিমাণ।

৩) আল-তা'জির— এটি হচ্ছে 'সমাজের অধিকার।' যা কিছু সমাজের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে তা এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, যেমন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার-চেচাঁমেচি করা বা রাস্তায় আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি। রাষ্ট্রই এই ধরনের অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে।

৪) আল-মুখালাফাত— এটি হচ্ছে 'রাষ্ট্রের অধিকার।' এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে রাষ্ট্র নিজেই নিয়ম/আইন তৈরি করে থাকে। যেমন, রাস্তায় গাড়ির গতিসীমা অতিক্রম, যেখানে গাড়ি রাখার নিয়ম নেই সেখানে রাখা ইত্যাদি।

সর্বশেষে বলা যায়, বিচার করা এবং শাস্তি প্রয়োগ করার বাধ্যবাধকতার মধ্যেই বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থার মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত কোনও ব্যক্তির জন্য কোনও প্রকার শাস্তি কার্যকর করা বৈধ নয়। ইসলামি বিচার ও শাস্তি ব্যবস্থার এই সকল দায়িত্ব কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় পুরো উম্মাহ এর জন্য দায়ী থাকবে, যদিও তারা সালাত আদায় করে, হজ করে, জাকাত দেয়। এই দায় থেকে অব্যাহতি পেতে রাসূল সা.-এর সুন্নাহর অনুসরণে ইসলামী রাষ্ট্র তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দেওয়া সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক তথা ফরয। এই রাষ্ট্রই আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবে। *(শেষ)*

নামাজের ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নাত

নামাজ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হল, একজন মুসলমানের জন্য যেগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি। নামাজ শুরু করার আগে কয়েকটি শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি ■ আত্তাহিইয়াতু পাঠ করা ■ প্রকাশ্য কিরাত পাঠ করা (ফজরের দুই রাকায়াত, মাগরিবের প্রথম দুই রাকায়াত, এশার প্রথম দুই রাকায়াত, দুই ইদ, জুমা) ■ চুপিসারে কিরাত পাঠ করা (জোহর, আসর, মাগরিবের ৩ নং রাকায়াত এবং এশার শেষের দুই রাকায়াত) ■ তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করা ■ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ■ সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসা ■ সালাম বলা ('আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে নামাজ শেষ করা) ■ দোয়া কুনুত পাঠ করা (বেতরের নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব) ■ ইদের নামাজে তাকবীর (দুই ইদের নামাজে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব)

নামাজের সুন্নাত সমূহ

■ আজান ও ইকামত বলা ■ তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত উঠানো ■ হাত উঠানোর সময় আঙুলগুলো স্বাভাবিক রাখা ■ ইমামের জন্য তাকবীরগুলো উচ্চস্বরে বলা ■ সানা পড়া ■ আউযুবিল্লাহ পড়া ■ বিসমিল্লাহ পড়া ■ আমিন বলা ■ সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমিন আস্তে বলা ■ হাত বাঁধার সময় বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা ■ পুরুষের জন্য নাভির নীচে আর মহিলার জন্য বুকের ওপর হাত বাঁধা ■ এক ফরজ থেকে অন্য ফরজ আদায়ে যাবার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা ■ একাকী নামাজ পাঠকারীর জন্য রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' ও 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলা। ইমামের জন্য শুধু 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' বলা আর মুক্তাদির জন্য শুধু 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলা। ■ রুকুতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আজিম' বলা ■ সেজদায় 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলা ■ রুকুতে উভয় হাঁটু আঁকড়ে ধরা ■ রুকুতে পুরুষের জন্য উভয় হাতের আঙুল ফাঁকা রাখা আর মহিলার জন্য মিলিয়ে রাখা। (শামী-২/১৭৩) ■ পুরুষের জন্য নামাজে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা ও ডান পা খাড়া রেখে আঙুলগুলো কেবলার দিকে করে রাখা আর মহিলার জন্য উভয় পা ডান দিকে বের করে জমিনের ওপর বসা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৪৯৬) ■ শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরিফ পড়া ■ দরুদের পর দোয়া পড়া ■ তাশাহুদে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সময় শাহাদাত (তর্জনী) আঙুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করা।

উম্মে মাবাদের কিছু ঘটনা

মদিনার পথে দানশীল আবু মাবাদের বাসস্থান। তাঁর স্ত্রীর নাম উম্মে মাবাদ। ছোট তাঁবু আর একপাল মেষ নিয়ে তাঁদের সংসার। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত পথিকদের তাঁরা আশ্রয় দেন। সাধ্যমতো খাদ্য ও পানীয় দিয়ে পথিকদের সেবা করেন তাঁরা।

মহানবি সা.-এর কাফেলা গিয়ে সেখানে হাজির হল। আবু মাবাদ তখন গৃহে ছিলেন না, মেষ চরাতে গেছেন। আবু মাবাদের স্ত্রী উম্মে মাবাদকে জিজ্ঞাসা করা হল, কিছু খাদ্য-পানীয় কিনতে পাওয়া যাবে কি না। উম্মে মাবাদ খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ''না, কোনও খাবার নেই। থাকলে মূল্য দিতে হত না। আমি নিজেই ওগুলো হাজির করতাম আপনাদের কাছে। এখন আমার কাছে দেবার মতো কিছুই নেই । উম্মে মাবাদের তাঁবুর পাশে দুর্বল একটা ছাগী শুয়ে ছিল। মহানবি সা. উম্মে মাবাদকে বললেন, ''ওই ছাগী দোহন করে দুধ নেওয়া যেতে পারে কি?'' উম্মে মাবাদ বড় আনন্দের সাথেই বললেন, ''ছাগীটি শীর্ণ দুর্বল বলে পালের সাথে যায়নি,তার স্তনে দুধ নেই। যদি স্তনে তার দুধ থাকে তাহলে নিতে পারেন।'' মহানবি হজরত মহম্মদ সা. বিসমিল্লাহ বলে দুধ দোহন শুরু করলেন। যে দুধ পাওয়া গেল তা কাফেলার সদস্যদের পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট হল।

মহানবি সা.-সহ কাফেলার সদস্যগণ নিজেরা খেয়ে কিছুটা গৃহকর্তার জন্য রেখে দিলেন। প্রয়োজন সেরে উম্মে মাবাদকে ধন্যবাদ দিয়ে মহানবি হজরত মহম্মদ সা.-এর কাফেলা আবার মদিনার পথে যাত্রা করল। তাঁরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই আবু মাবাদ মেষপাল নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিনি বাটিতে টাটকা দুধ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে এল এই দুধ? উম্মে মাবাদ মহানবি হজরত মহম্মদ সা.-এর আগমনের কথা জানালেন এবং দুর্বল ছাগী থেকে দুধ দোহন সহ সব ঘটনা খুলে বললেন। এর পর মহানবি হজরত মহম্মদ সা.-এর বর্ণনা দিলেন উম্মে মাবাদ। বেদুইন জীবনের মুক্ত মন নিয়ে সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে মহানবি হজরত মহম্মদ সা.-এর যে বর্ণনা উম্মে মাবাদ দিয়েছিলেন তা হল— তাঁর উজ্জ্বল বদনকান্তি, প্রফুল্ল মুখশ্রী, অতি ভদ্র ও নম্র ব্যবহার, সুন্দর, সুদর্শন। কেশ দীর্ঘ ঘনসন্নিবেশিত। তাঁর স্বর গম্ভীর। গ্রিবা উচ্চ। নয়নযুগলে যেন প্রকৃতি নিজেই কাজল দিয়ে রেখেছে। চোখের পুতুলি দুটো সদা উজ্জ্বল। ভ্রূযুগল নাতিসূক্ষ্ম, পরস্পর সংযোজিত হয়ে আছে। কথা বললে মনপ্রাণ মোহিত হয়ে যায়। দূর থেকে দেখলে কেমন মোহন কেমন মনোমুগ্ধকর সে রূপরাজি, কাছে এলে কত মধুর কত সুন্দর তাঁর প্রকৃতি।

ভাষা অতি মিষ্ট , তাতে ত্রুটি নেই, অতিরিক্ততা নেই, বাক্যগুলো যেন মুক্তার হার। তাঁর দেহ এত খর্ব নয় এবং এমন দীর্ঘ নয় যা দেখতে বিরক্তিবোধ করে, তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব (তিনি মাঝারি আকৃতির।) সে মুখশ্রী বড় সুন্দর, বড় সুদর্শন ও সুমহান। তাঁর সঙ্গীরা সর্বদাই তাঁকে বেষ্টন করে থাকে। তারা তাঁর কথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে এবং তাঁর আদেশ উৎফুল্ল চিত্তে পালন করে।

স্ত্রীর মুখে মহানবি হজরত মহম্মদ সা.-এর এই বর্ণনা শুনে আবু মাবাদ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন, ''আল্লাহর শপথ, ইনি নিশ্চয়ই কুরাইশদের সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আমরা সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু শ্রবণ করেছি। হায় আমার অদৃষ্ট, আমি অনুপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত থাকলে আমি তাঁর আশ্রয় নিতাম, আমি বলছি, সুযোগ পেলে এখনও তা করব।''

(বিভিন্ন হাদিসের সারসংক্ষেপ একত্র করে ঘটনাটা তুলে ধরা হল)

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

বিশ্ব নবি, দয়ার নবি (স.)

কাজী সামসুল আলম

মা আমিনার কোলে এলেন
হয়ে পিতৃহারা
রূপ দেখে তাঁর আরববাসী
হ'ল পাগল পারা।

এতিম হলেন শিশুকালে
লালন দাদুর কাছে
খুশবু যে তাঁর ছড়িয়ে গেল
বিশ্ব ভুবন মাঝে।

মানব প্রেমের পরশ দিলেন
সাম্যবাদের বাণী
ক্রীতদাসকে মুক্ত করার
দিলেন বিধান খানি।

পিতা-মাতার সেবা কিংবা
দীনের পাশে থাকা
বিশ্ব নবির হৃদয়জুড়ে
দয়ার ছবি আঁকা।

পশু পাখি গাছগাছালি
বিভোর নবির প্রেমে
চাঁদের আলো সালাম জানায়
মরুর বুকে নেমে।

প্রাণের নবি

ক্ষুদিরাম নস্কর

আঁধার ঘেরা দুনিয়াতে
যার কাছে সব কালো,
নবি তাকে পথ দেখাবে
জ্বেলে জ্ঞানের আলো।

সততা আর সমতাতে
বিশ্ববিধি বাঁধা
তবু কেহ ঘোর বিপদে
দেখে গোলক ধাঁধা।

দিশেহারা মানবজাতির
দিলেন দিশা যিনি,
সেই সু-পুরুষ শ্রেষ্ঠ নবি
কে না তাঁকে চিনি।

হৃদয় মাঝে থাকেন তিনি
ডাকের অপেক্ষাতে,
চোখ খুলে দেন চলতি পথে
সুবিধা হয় যাতে।

নবি আমার প্রাণের নবি
জীবন খেয়ার মাঝি,
তার হাতে তাই সকল সঁপে
চলতে আমি রাজি।

বিশ্ব নবি পরম পিতা

বদ্রীনাথ পাল

ধরায় যখন নেমে এলেন
সেই যে মহান নবি—
খুশির জোয়ার বাঁধ ভাঙল
উঠল হেসে সব-ই।

ভোরের পাখি উঠল ডেকে
মিষ্টি মধুর সুরে—
আগমনগীত বাজল যেন
বিশ্বভুবনজুড়ে।

ফুল ফুটল শুকনো ডালে
তার-ই পরশ পেয়ে—
মৌমাছি তাঁর বন্দনা গান
উঠল যেন গেয়ে।

তিনি এলেন মহান প্রেমের
বাণী নিয়ে সাথে—
শতেক রবি উঠল জ্বলে
যেন আঁধার রাতে।

হে নবি, হে পরম পিতা
দাও এ আশিস সবে—
তোমার দয়ায় বিশ্ব ভরুক
খুশির কলরবে।

সাম্যদূত

দিলীপ কুমার খাটুয়া

ধরাতলে কুহেলির ঘোর অন্ধকার,
স্রষ্টার সাধের বিশ্বে বাড়ে অনাচার।
সবলের লুটপাট আর্তের পীড়ন,
অত্যাচারে জর্জরিত মায়ের ক্রন্দন।
নীতিহীন আচরণে ধর্মের পতন,
স্বেচ্ছাচারী দাবানলে দগ্ধ ত্রিভুবন।
বিশ্বময় জনতার আর্জি হাহাকার,
বিধাতার দরবারে চায় প্রতিকার।

হঠাৎ ধ্বনিত ডঙ্কা ভেদিয়া গগন
পাখিরা গাইল গান, 'শুভ আগমন'।
নিঃসাড় ভুবন যেন ঘুম ভেঙে চায়,
পুণ্য এক অগ্নিকণা আকাশের গায়।
খুশির গোলাপ ফুটে কণ্টকিত শিরে,
আঁধারে চাঁদের দেখা, সুগন্ধ সমীরে।
জ্বলল জ্ঞানের দীপ কাবার অন্দরে,
'নিহিত পরম শক্তি একক ঈশ্বরে।'

মিশর পারস্য মাঝে আরবের মরু
বেদুইন মাতার গর্ভে এল বিশ্বগুরু।
মুক্তির বর্তিকা হাতে মর্ত্যে বিশ্বনবি,
সাম্য ও শান্তির দূতে বন্দিল পৃথিবী।

মিল্কিওয়ের থেকে বড় গ্যালাক্সির খোঁজ নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিল্কিওয়ের থেকে বড় গ্যালাক্সির খোঁজ পেল নাসা। নাসা সম্প্রতি যে ছবিগুলি প্রকাশ করেছে, তা বড়ই ভৌতিক দেখায়। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ গ্যালাক্সির যে চিত্রগুলি পাঠিয়েছে, তাতে স্পষ্ট নতুন গ্যালাক্সিটি আমাদের মিল্কিওয়ের থেকে ঢের বড়ো। গ্যালাক্সিটি পূর্বে হাবল টেলিস্কোপেও দেখা গিয়েছে।

পূর্বে ওই বড় গ্যালাক্সিটি সর্পিল আকারে দেখা গিয়েছিল। হাবল টেলিস্কোপে ওই দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল গ্যালাক্সিটির বাহু বাইরের দিকে ঘুরছিল। আর জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ যে ছবি পাঠিয়েছে, তাতে সর্পিল গ্যালাক্সিটিকে আরও বেশি স্পষ্ট দেখিয়েছে। ওই গ্যালাক্সি বা ছায়াপথটি পৃথিবী থেকে ২৯ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

সাম্প্রতিক ছবিগুলি ভৌতিক

নতুন আবিষ্কৃত গ্যালাক্সিটির ব্যাস প্রায় ৬৬ হাজার আলোকবর্ষ। সেইরূপ এটি মিল্কিওয়ের থেকে বড়ো। বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী মানমন্দির জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ তার মিড ইনফ্রারেড যন্ত্র ব্যবহার করে এর ছবি তোলে। এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বর্ণালীর মিড ইনফ্রারেড অঞ্চলটি খুবই সংবেদনশীল। যন্ত্রটি ২৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হিমশীতল তাপমাত্রায় আবজার্ভেটরির নীচে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাজ করতে পারে।

নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে তোলা ছবির সঙ্গে তুলনা করে এসা জানিয়েছে, এমআইআরআই হল প্রথম যন্ত্র যা মিড ইনফ্রারেড চিত্রগুলি সরবরাহ করে। ওই চিত্রগুলি ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যে হাবলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায়। ওয়েব টিম বলছে, এমআইআরআই যন্ত্রটির ডিটেক্টর সঠিকভাবে কাজ করার জন্য হিমশীতল পরিবেশ প্রয়োজন। এটি সঠিক তাপমাত্রার রাখা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য একটি কুলিং সিস্টেম মজুত রাখতে হয় সর্বদা। মিল্কিওয়ের থেকে বড় গ্যালাক্সিটিতে হাবলের চিত্রগুলি অন্ধকার অঞ্চলকে তুলে ধরেছে। যে ছবিতে ওই গ্যালাক্সিকে সর্পিল আকারে দেখা যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ওটি আসলে ওই গ্যলাক্সির ধূলিময় অঞ্চল। সেই কারণে এই গ্যালাক্সিটিকে জটলা দেখা যায়। ধূলোময় অঞ্চলগুলিকে হাবল ছবিতে সহজেই অন্ধকার অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেগুলির মধ্য দিয়ে গ্যালাক্সির অতিবেগুনি এবং দৃশ্যমান আলো বিকিরণ হতে পারে।

পরবর্তী সময়ে জেমস ওয়েবের ইনফ্রারেড আলো ওই ধূলিময় অঞ্চলগুলির ওয়েব ইমেজকে অনেক স্পষ্ট করেছে। এই ছবি জেমস ওয়েবের দাক্ষিণ্যে আর অন্ধকার বা ধূলিময় নয় নতুন গ্যালাক্সি। টেলিস্কোপটি সদা ব্যস্ত হয়েছে ছবি তুলতে। পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থেকে মহাবিশ্বের জন্মের সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে জেমস ওয়েব। সেই কাজের ফাঁকে অন্য অনেক অজানাকে জানাচ্ছে ওয়েব।

মহাকাশেই গ্রহাণু ধ্বংস করল নাসা!

ছবি তুলল অন্য উপগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রুদ্ধশ্বাস গতিতে পৃথিবী অভিমুখী একটি গ্রহাণুর দিকে ছুটে চলেছে নাসার বিধ্বংসী রকেট। মানব সভ্যতার সুরক্ষায় নাসা নেমেছে এক আত্মঘাতী অভিযানে। নাসার ওই রকেট বা রোবটযান মহাকাশে সজোরে ধাক্কা মারবে গ্রহাণুকে। পৃথিবী থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে মহাকাশে ঘটে যাবে বিরাট সংঘাত। সময় আসন্ন।

আগামী সপ্তাহেই ঘটতে চলেছে ডাবল অ্যাস্টেরয়েড রিডাইরেকশন টেস্টে বা ডার্ট মিশনে। এই মিশনে গ্রহাণু ধ্বংসকারী রকেট পাঠাচ্ছে নাসা। এই মিশনে শুধু মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা নয়, জড়িয়েছে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এসাও। কেননা এবার যে গ্রহাণু পৃথিবী অভিমুখে ধেয়ে আসছে, তা মানব সভ্যতার পক্ষে ভয়াবহ হতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই নাসা ও এসা মিলে যৌথ অভিযানে নেমেছে। প্রায়শই পৃথিবীর কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রহাণু। তার মধ্যে কিছু গ্রহাণু পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক। তেমনই একটি গ্রহাণুর হুমকিতে নাসা কোমর বেঁধেছে। যেহেতু গ্রহাণুটি পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারে, সেহেতু মহাকাশেই তা ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নাসা এই কাজে মূল পরিকল্পনা করেছে। এই কাজে নাসার সহযোগী হয়েছে এসাও।

কখনও গ্রহাণু এমন সমস্যার সৃষ্টি করে যে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে মানব সভ্যতা। এর আগে গ্রহাণুর পতনে অবলুপ্তি হয়েছিল ডাইনোসরদের। এবার আবার গ্রহাণু পতনের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তা মহাকাশেই প্রতিহত করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখতে নাসা নতুন এই মিশনে নেমেছে। আর সেই কারণেই এই আত্মঘাতী অভিযান। এই মিশনে নাসা শুধু আত্মঘাতী রোবট যানই পাঠাচ্ছে না, পাঠাচ্ছে ছোটো আকারের একটি উপগ্রহও। তা পাঠানো হচ্ছে ওই সংঘর্ষের ছবি তোলার জন্য। ২৪ ঘণ্টা পর সেটি পৃথিবীতে ফিরে আসবে। ডার্ট মহাকাশযানটির আকার একটি ওয়াশিং মেশিনের প্রায় দ্বিগুণ। বক্স আকৃতির এই মহাকাশযানের সঙ্গে দুটি ১৮ মিটার লম্ব সৌর প্যানের সংযুক্ত করা হয়েছে।

২০২১ সালের ২৪ নভেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যানডেনবার্গ এয়ার ফোর্স বেস থেকে স্পেসএক্স সংস্থার ফ্যালকন ৯ রকেটের মাধ্যমে মহাকাশযানটি যাত্রা শুরু করেছিল। প্রায় ৯ মাস পর এটি পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহহের মাঝে অবস্থিত ডিডাইমোস গ্রহাণুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। তবে ৭৪৯ মিটার ব্যাসার্ধের ডিডাইমোসকে প্রদক্ষিণ করা একটি ছোটো আকারের গ্রহাণু রয়েছে। সেটিকেই ১৫ হাজার মাইল প্রতি ঘণ্টা বেগে আঘাত করবে ডার্ট মহাকাশযান।

এক দিন হত ১৯ ঘণ্টায়!

পৃথিবী-দিবস এখন দীর্ঘ হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েক বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এক দিন হত ১৯ ঘণ্টায়। কিন্তু এখন একদিন হচ্ছে ২৪ ঘণ্টায়। কীভাবে এক দিনের দৈর্ঘ্য এতটা সময় বাড়ল। তার কারণ অনুসন্ধানে নেমেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কী এর কারণ? তা ব্যাখ্যা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি ধীর হয়ে যাওয়ার ফলেই তা হয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চাঁদের প্রভাবে পৃথিবীতে জোয়ারের ফলে যে ভূ-চৌম্বকীয় ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়, তার ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হচ্ছে ক্রমশ। এর ফলে প্রতি শতাধীর প্রতিটি দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৩ মিলিসেকেন্ড বেড়ে যাচ্ছে। কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলছে। ফলে পৃথিবী দিবস এখন বেড়ে গিয়েছে। কয়েক বিলিয়ন বছর আগে এক পৃথিবী দিবস ছিল ১৯ ঘণ্টার। তা এখন বেড়ে হয়েছে

২৪ ঘণ্টা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ঘড়ি পরিমাপ করে দেখেছেন একদিনের দৈর্ঘ্য এখন ২৪ ঘণ্টার থেকে বেশি হচ্ছে। এটি আমাদের টাইম কিপিং ছাড়া জিপিএস এবং আধুনিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিভিন্ন প্রযুক্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, ২০২২ সালের জুন মাসে আমরা গত অর্ধ শতাধীর মধ্যে ছোটো দিনের একটি রেকর্ড তৈরি করেছি। কিন্তু এই রেকর্ড সত্ত্বেও ২০২০ সালে থেকে অবিচলিত গতি আরও মন্থরতার দিকে চলে গিয়েছে। দিনগুলি ফের দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। তবে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে নেমে তা নিয়ে রহস্য রয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের মতে বিগত ২০ হাজার বছর ধরে অন্য একটি প্রক্রিয়া বিপরীত দিকে কাজ করছে, যার ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্রুততর হয়। যখন বরফ যুগ শেষ হয়, তখন মেরু বরফের শিট গলে ভূ-পৃষ্ঠের চাপ কমে যায়। পৃথিবীর আবরণ ক্রমাগত মেরুগুলির দিকে অগ্রসর হয়। গ্রহের ঘূর্ণনের হার যখন বৃদ্ধি পায়, তখন ভর পৃথিবীর অক্ষের দিকে চলে আসে। এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রতি শতাধীতে প্রতিদিন প্রায় ০.৬ মিলিসেকেন্ড করে ছোট হয়।

এছাড়া কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর অভ্যন্তর ও পৃষ্ঠের মধ্যে সংযোগও কার্যকর হয়। বড় ভূমিকম্প দিনের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতে পারে, যদিও তা হয় সাধারণত খুবই অল্প পরিমাণে। জাপানে ২০১১ সালে ৮.৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। তা ১.৮ মাইক্রোসেকেন্ডের দৈর্ঘ্য বাড়িয়েছিল। তারপর স্বল্প সময়ের জন্য আবহাওয়া বা জলবায়ুও পৃথিবীর ঘূর্ণনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। পাক্ষিক ও মাসিক জোয়ারের চক্রগুলি গ্রহের উপর বিস্তর প্রভাব ফেলে। এর ফলে দিনের দৈর্ঘ্য এক মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত পরিবর্তন হয়। ১৮.৬ বছর পর্যন্ত সময়কাল ধরে দিনের দৈর্ঘ্যের রেকর্ডে জোয়ারের পরিবর্তন দেখা হয়েছিল। তাতে পরিবর্ত লক্ষ্যণীয় হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের প্রভাব, সমুদ্রের স্রোতের ভূমিকাও এ জন্য দায়ী হতে পারে। যদি এই ধারা চলতেই থাকে, তবে আমাদের একটি লিপ সেকেন্ড অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হবে।

নাসাকে চ্যালেঞ্জ, স্পেসওয়াকে গেলেন চিনের মহাকাশচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে বাদ পড়েছিল চিন। তারপর নিজেরা নতুন মহাকাশ স্টেশন গড়ে, সেখান থেকেই স্পেস ওয়াকে বেরিয়ে পড়লেন মহাকাশচারীরা। নয়া কীর্তি স্থাপন হল এশীয় মহাকাশ গবেষণায়। চিনের দুই মহাকাশচারী গত শনিবার নতুন মহকাশ স্টেশন থেকে স্পেসওয়াকে পাড়ি দেন।

চিনা মহাকাশ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এ বছরেরেই শেষের দিকে মহাকাশচারীদের এই অভিযান শেষ হবে। কাই জুজে এবং চেন ডং নামে দুই মহাকাশচারী এই স্পেস ওয়াকে বেরিয়েছেন। জরুরি পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে হ্যাচ দরজা খোলার জন্য একটি হাতল ও পাম্প ইনস্টল করা হয়েছে। এছাড়া একটি ফুটস্টেপও ইনস্টল করা হয়েছে এই মহাকাশ যাত্রায়। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ব্যবহারের অধিকার থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছিল চিনকে। তারপরই চিন নতুন করে মহাকাশ স্টেশন গড়তে শুরু করে। এই কাজে তারা সফল। এবং সেখান থেকে তারা নতুন মহাকাশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে।

চাঁদে আধিপত্য বিস্তারে উঠেপড়ে লেগেছে চিন। তারা সম্প্রতি চিনে রকেট নামিয়েছে। তারপরই মার্কিন সংস্থা নাসা চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। এর ফলে ৫০ বছর পর ফের মানব অভিযান শুরু হতে চলেছে।

চিনের সামরিক বাহিনীও দেশের মহাকাশ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চিনের মহাকাশ গবেষণার উচ্চাকাঙ্খা থেকে অনেক কৌশলগত চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করেছেন আমেরিকান মহাকাশ সংস্থার কর্মকর্তারা। ১৯৬০-এর দশক থেকে যেমন মহাকাশ গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সোভিয়েত রাশিয়া, হালে সেই জায়গা নিয়েছে চিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে চিন। চিন এখন আমেরিকার চন্দ্রাভিযানকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। চাঁদে আধিপত্য বিস্তারে উঠেপড়ে লেগেছে চিন। তারা সম্প্রতি চিনে রকেট নামিয়েছে। তারপরই মার্কিন সংস্থা নাসা চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। এর ফলে ৫০ বছর পর ফের মানব অভিযান শুরু হতে চলেছে। আর এখন চিন আমেরিকাকে টক্কর দিতে স্পেস ওয়াক করে চলেছে নতুন মহাকাশ স্টেশন থেকে।

চিন জানিয়েছে, সর্বশেষ স্পেসওয়াকটি ছয় মাসের মিশনে দ্বিতীয় ছিল, যা মহাকাশ স্টেশনের সমাপ্তির তত্ত্বাবধান করবে। ক্রুর তৃতীয় সদস্য লিউ ইয়ং স্পেসওয়াকের সময় অন্য দুজনকে ভিতর থেকে সমর্থন করবে। লিউ ও চেন দু-সপ্তাহ আগে প্রথম স্পেস ওয়াক পরিচালনা করেন। এই মিশনের শেষের দিকে আরও তিনজন মহাকাশচারী তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ফলে এই প্রথমবার স্টেশনটিতে ৬ জন যাত্রী থাকবে। ২০০৩ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে তৃতীয় দেশ হিসেবে মহাকাশে পাঠিয়েছিল এক মহাকাশচারীকে। তারপর চাঁদ ও মঙ্গলেও রোভার চাঁদের নমুনা পৃথিবীতেও ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

রোনাল্ডোর ৭০০, ইউনাইটেডের ১০০

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বৃহস্পতিবারও ইউরোপা লিগে একের পর এক গোল মিস করার পর তাঁকে নিয়ে কত সমালোচনাই না হ'ল। তারও আগে তাঁকে একের পর এক ম্যাচে বদলি হিসেবে খেলানো এবং ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে পুরো ম্যাচ বেঞ্চে বসিয়ে রাখা নিয়ে কত লেখালেখি! রোনাল্ডো আর সে রোনাল্ডো নেই, এমন কথা তো খুব শোনা যায় এখন। রোনাল্ডোর দুঃসময়ে যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁরাও তো একই কথা বলেন। সেই বয়স কি আর আছে পর্তুগিজ তারকার! এখন তাঁর ৩৭ বছর বয়স। এই বয়সে গতি কমবে, শরীরে জড়তা আসবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ফুটবল বিশ্ব যখন রোনাল্ডোকে নিয়ে এমন আলোচনায় মত্ত, আরেকবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিজের দিকে টেনে নিলেন তিনি! এভারটনের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে কালও বদলি হিসেবে মাঠে নামানো হয়েছিল রোনাল্ডোকে। অ্যান্থনি মার্শিয়ালের চোটে মাঠে নামার সুযোগটা একটু আগেভাগেই পেয়ে যান। তাঁর জায়গায় মাঠে নেমে ৪৪ মিনিটে দলকে জেতানো গোলটি করেন রোনাল্ডো।

গোলটি পেতে কাসেমিরোর থ্রু বলটি নিয়ন্ত্রণে নিতে রোনাল্ডো যে দৌড় দেন, সেটি দেখে অনেকেরই হয়তো মনে পড়ে যাবে তাঁর কেরিয়ারের সোনালি সময়ের কথা।

বলটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে নিচু শটে বল জালে জড়ান রোনাল্ডো। এভারটনের মাঠে ২০০৫ সালের পর প্রথম গোল পেলেন ইউনাইটেডের পর্তুগিজ তারকা। যে গোলে একটি মাইলফলকেও পৌঁছে গেলেন। ক্লাব ক্যারিয়ারে এটা তাঁর ৭০০তম গোল। গোলগুলো তিনি করেছেন চারটি ক্লাবের হয়ে। নিজের দেশের ক্লাব স্পোর্টিংয়ের হয়ে করেছেন মাত্র ৫ গোল। এরপর ইউনাইটেডে প্রথম দফায় ১১৮ গোল আর চলমান দ্বিতীয় দফায় এই নিয়ে ২৬ গোল। ক্লাব কেরিয়ারে রোনাল্ডোর সবচেয়ে বেশি গোল রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৪৫০টি। ইউনাইটেডে দ্বিতীয় দফায় খেলতে আসার আগে জুভেন্টাসের জার্সিতে করেছেন ১০১ গোল।

রোনাল্ডোর মতো একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে ইউনাইটেডও। প্রথম গোল খেয়ে প্রিমিয়ার লিগে ১০০ ম্যাচ জেতা প্রথম দল তারা।

মেসির মন জয় করতে ক্যাম্প ন্যুয়ে ভাস্কর্য বানাবে বার্সেলোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্থিক কারণে লিওনেল মেসিকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল বার্সেলোনাকে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পর থেকেই ক্যাম্প ন্যুয়ের আকাশে শোনা যাচ্ছে একটি সুর—'মেসিকে আবার ফিরিয়ে আনব আমরা!' কিন্তু পিএসজি কি আর্জেন্টাইন তারকাকে ছাড়বে, অথবা মেসি কি আর ফিরবেন ক্যাম্প ন্যুয়ে?

পিএসজি মেসিকে ছাড়বে কি না সেটা পরের প্রশ্ন, কিন্তু মেসিকে ফেরানোর জন্য তাঁর মন জয় করতে নানারকমের চেষ্টা করে যাচ্ছে বার্সেলোনা। পিএসজিতে প্রথম মরশুমে খুব একটা ভালো করতে পারেননি মেসি। কিন্তু চলতি মরশুমে মেসি যেন আবার ফিরে গেছেন তাঁর সেরা সময়ে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ ম্যাচ খেলে প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে ৮ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৮ গোল। মেসির এমন ছন্দ দেখে যেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে আরও উঠেপড়ে লেগেছে বার্সেলোনা। প্রায় প্রতিদিনই বার্সেলোনার কোচ জাভি হার্নান্ডেজ বা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা মন ভোলানো প্রশংসা করে যাচ্ছেন মেসির। এবার তো মেসির মন জয় করতে আরও বড় উদ্যোগ নিচ্ছে বার্সেলোনা। নিজেদের স্টেডিয়াম ক্যাম্প ন্যুয়ের বাইরে আর্জেন্টাইন তারকার ভাস্কর্য বসানোর পরিকল্পনা করছে কাতালান ক্লাবটি। বার্সেলোনার সাধারণ সভায় সেই পরিকল্পনার কথা বলেছেন লাপোর্তা। ক্লাবটির সভাপতি সেই সভায় নিজের পরিকল্পনা তুলে ধরেন এভাবে, 'ক্যাম্প ন্যুয়ের বাইরে আমরা লিও মেসির একটা ভাস্কর্য তৈরি করব। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।' বার্সেলোনায় মেসির দুই দশকের সম্পর্কে ছেদ পড়ে গত বছর। আর্থিক সংকটে পড়া ক্লাবটি আর্জেন্টাইন তারকাকে ধরে রাখতে পারেনি। মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে তিনি নাম লেখান পিএসজিতে। প্যারিসের ক্লাবটিতে যাওয়ার আগে বার্সেলোনায় বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে মেসি নিজে কেঁদে ভাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন অন্যদেরও। বার্সেলোনা মেসিকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে ঠিক, কিন্তু ৩৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড আর কত দিন পেশাদার ফুটবল খেলবেন, সেটাও দেখার বিষয়। কদিন আগেই তিনি বলেছেন, কাতারে কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপটা খেলবেন তিনি। কে জানে, পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারে কবে ইতি টেনে দেন সর্বকালের সেরা এই ফুটবলার।

এটাই শেষ বিশ্বকাপ মেসির, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত

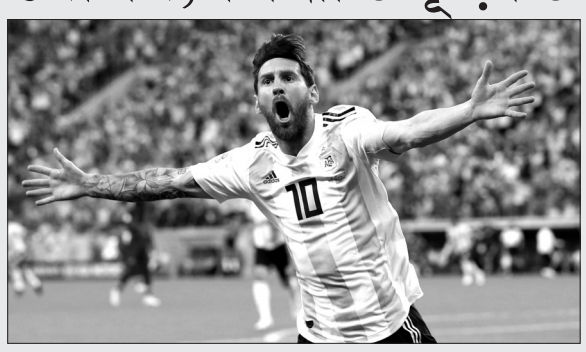

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই ধারণা ফুটবল মহলে ছিল। সেই ধারণাতেই বৃহস্পতিবার অফিসিয়াল সিলমোহর দিয়ে দিলেন বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসি। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন দেশের হয়ে কাতার বিশ্বকাপ তার শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে। এক আলোচনায় মেসি জানিয়েছেন 'এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে। সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমি এখন বিশ্বকাপের দিন গুনছি। আমি বিশ্বকাপে খেলতে মুখিয়ে রয়েছি। ভাবছি যে বিশ্বকাপটা কেমন যেতে পারে আমাদের জন্য? আমি মুখিয়ে রয়েছি দেশের হয়ে ভালো খেলার জন্য। মেসি বলেন, বিশ্বকাপের প্রত্যেকটা ম্যাচ কঠিন। এই কারণেই বিশ্বকাপ এত বেশি করে স্পেশাল। সবসময় যারা ফেভারিট তারাই এই একটি কারণে শিরোপা জিততে পারে না। প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো খেলতেও পারে না। আর্জেন্টিনা বরাবর বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার থাকে। এবারও থাকবে।'

বিলিয়ার্ডসের বাদশা! ২৫তম বিশ্ব খেতাব জয় পঙ্কজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবারেই ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য এল দুরন্ত খবর। বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের তারকা ক্রীড়াবিদ পঙ্কজ আদবানি। উল্লেখ্য এটি তার ২৫তম বিশ্ব বিলিয়ার্ডস খেতাব জয়। এটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তার ২৫তম সোনার পদক। সব থেকে বড় কথা পরপর পাঁচ বছর তিনি সোনার পদক জিতলেন। এদিন প্রথম থেকেই তিনি আক্রমণাত্মক খেলেন।শিরোপা জয় যে তার লক্ষ্য তা বুঝিয়ে দেন। প্রথম ফ্রেম তিনি জেতেন ১৪৯ ব্রেক হাতে নিয়ে। তার প্রতিপক্ষ কোন স্কোর করে উঠতে পারেনি। ফাইনালে সতীর্থ সৌরভ কোঠারিকে হারান পঙ্কজ আদবানি। খেলার ফল আদবানির পক্ষে ৪-০। ফলে ১৫০ আপ বিলিয়ার্ডসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জিতে নিলেন ভারতের সেরা বিলিয়ার্ডস ক্রীড়াবিদ। ফাইনালে ছিল 'বেস্ট অফ সেভেন' অর্থাৎ সেরা সাত গেমের লড়াই। তাতেই কার্যত একপেশে ম্যাচে সৌরভ কোঠারিকে ৪-০ ফলে মাত দিলেন পঙ্কজ আদবানি। আদবানি এই চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার মধ্যে দিয়ে 'গোল্ডেন ট্রাইফেক্টা' নিশ্চিত করলেন। উল্লেখ্য এই বছরেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের আগে জাতীয় এবং এশিয়া পর্যায়েও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পঙ্কজ আদবানি। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে এই নিয়ে রেকর্ড পঞ্চমবার 'গোল্ডেন ট্রাইফেক্টা' জিতলেন পঙ্কজ আদবানি। দ্বিতীয় ফ্রেমে আদবানি জেতেন ৭৭ ব্রেকে। ফলে ২-০ তে এগিয়ে যান তিনি। তৃতীয় ফ্রেমটি তিনি চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা স্কোর করে জেতেন। গেমটি তিনি জেতেন। ১৫৩ ব্রেকে। ফাইনালে কোঠারি সর্বমোট ৭২ পয়েন্ট স্কোর করেন। সেখানে আদবানি সর্বমোট ৬০০ পয়েন্ট স্কোর করেন। উল্লেখ্য এই নিয়ে পরপর পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন আদবানি। উল্লেখ্য করোনার কারণে শেষবার এই চ্যাম্পিয়নশিপ শেষবার আয়োজিত হয়েছিল ২০১৯ সালে।

কোহলি-পন্থ-সূর্যকে টপকে শীর্ষে শ্রেয়স!

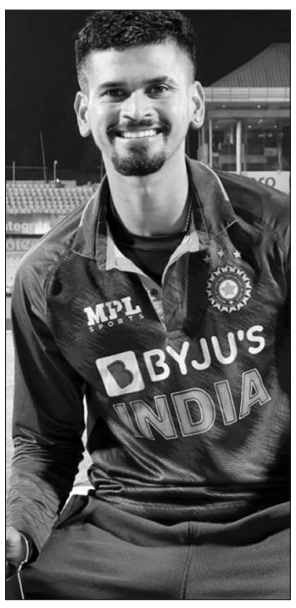

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেট দলের তরুণ ব্যাটসম্যান শ্রেয়স আইয়ার ওডিআই ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করে চলেছেন। চল্লিশ ওভারে ২৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে, লখনউতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তিনি ৩৭ বলে ৫০ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেন। ৩৩ বলে ক্যারিয়ারের ১২তম হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করেন আইয়ার। আবার দ্বিতীয় ম্যাচেই সেঞ্চুরি করে ম্যাচ জেতান ভারতকে।

২০২২ সালে ওডিআই ফর্ম্যাটে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন শ্রেয়স আইয়ার। এর আগে আমদাবাদ ও পোর্ট অফ স্পেনে খেলা তিনটি ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার লখনউতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি করে এই সংখ্যা পাঁচে নিয়ে গেছেন শ্রেয়স আইয়ার।

শ্রেয়স আইয়ার এই বছর খেলা ৯ ম্যাচের ৮টি ইনিংসে ৪৩.১২ গড়ে এবং ৯২ স্ট্রাইক রেটে ৩৪৫ রান করেছেন। ভারতের হয়ে এ বছর সর্বোচ্চ খেলোয়াড়ের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। শুধু শিখর ধাওয়ান এবং শুভমন গিল ভারতের হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি রান করেছেন। গত পাঁচ ইনিংসে শ্রেয়স আইয়ারের পারফরম্যান্স অসাধারণ ছিল। ছয় ম্যাচের পাঁচটি ইনিংসে ব্যাট করে ৫৮.২ গড়ে এবং ৯৩.৮ স্ট্রাইক রেটে ২৯১ রান করেছেন শ্রেয়স। ৪টি অর্ধশতক সহ। এই সময়ে তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ৮০ রান। ব্যাট হাতে পাঁচ ইনিংসে ৮০,৫৪, ৬৩,৪৪,৫০ রান করেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক।

২০২২ সালে ১ হাজার আন্তর্জাতিক রান সম্পন্ন করেছেন শ্রেয়স আইয়ার। ২০২২ সালে শ্রেয়স আইয়ার ৯টি ওয়ানডেতে ৩৫৪,১৫টি টি-টোয়েন্টিতে ৪৫০ এবং৩টি টেস্টে ২২০ রান সহ মোট ১,০২৪ রান করেছেন। ঋষভ পন্থ এবং সূর্যকুমার যাদব এই বছর ভারতের হয়ে শ্রেয়সের চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক রান করেছেন। শ্রেয়স তৃতীয় ভারতীয় যিনি এই বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক হাজার রানের সীমা অতিক্রম করেছেন।

২০২২ সালের সমস্ত ফর্ম্যাটে ৫০ এর বেশি রান করার কথা বললে, শ্রেয়স আইয়ার এই লড়াই-এ ঋষভ পন্থ, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবকেও টপকে গিয়েছেন। চলতি বছরে সমস্ত ফর্ম্যাট মিলিয়ে মোট ১০টি আন্তর্জাতিক পঞ্চাশ করেছেন শ্রেয়স আইয়ার। সেখানে পন্থের রয়েছে ৯টি হাফ সেঞ্চুরি। বিরাট কোহলি ৮টি ও সূর্যকুমার যাদবও ৮টি অর্ধশতরান করেছেন। এই তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন কেএল রাহুল, যিনি করেছেন ৬ অর্ধশতরান। আর এই তালিকায় ষষ্ঠ নম্বরে রয়েছেন শিখর ধাওয়ান। তিনি করেছেন পাঁচটি অর্ধশতরান।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:46, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111